لا إله إلا الله

الله
رسول
محمد

হয়তো শরীয়ত, নয়তো শাহাদাত

সূচিপত্র

৬ এপ্রিল, ৫ মে, ৬ মে এবং বাংলাদেশের নতুন উপলব্ধি

এপ্রিলের সবে শুরু। বাংলাদেশের ইতিহাস যেন কিসের অপেক্ষায় আছে। শাহবাগ নামক স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিড় যা কোনদিন মিলিয়ে যায় শুণ্যতায়, কোনদিন বা অনুভূত হয় ভন্ড মিডিয়ার সহায়তায়। কখনো দুই একটা কণ্ঠ থেকে ভেসে আসে "জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও" টাইপ শুকনো ধ্বনি, কখনো বা তারা জামাত-শিবির-রাজাকার ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধের দাবি জানায় (উল্লেখ্যঃ এরা আসলে জামাত-শিবির-রাজাকার কে বন্ধ করতে চায় না, এটা একটা অজুহাত, মূলত তারা এই দেশ থেকে ইসলাম ধর্ম মুছে দিতে চায়), আর কখনো কখনো "জয় বাংলা" বলে আওয়ামী লীগের বগলের নীচে ঠাই নেয়। কিন্তু এর মাঝেই তাদের মূল চেহারা ফাস হয়ে গেছে। কারণ আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অবমাননা করার জন্য যখন এক নাস্তিক ব্লগারকে আল্লাহর কিছু বরকতময় বান্দা এই দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিলো, তখনই এই শাহবাগীরা নারী-পুরুষ কাতারবন্দী হয়ে সেই নাস্তিকের জানাযা আদায় করলো এক কুলাঙ্গার ইমামকে সবার মাঝে দাঁড় করিয়ে, পরবর্তীতে শেখ হাসিনা নামের ফেরাউনতুল্য তাগূত মহিলা ঘোষণা দিলো যে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অবমাননার কারণে জবাইকৃত সেই মুর্তাদ নাকি দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ!!!

এভাবে তাগূত শেখ হাসিনা তার মুর্তাদ বাহিনীকে ঠিক চিনে নিলো, তাদেরকে আপন করে নিলো, গঠন করলো নাস্তিক-মুরতাদ-আওয়ামী লীগ। বাংলাদেশের বরেণ্য আলেম হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা আহমেদ শফিও (দা: বা:) চিনে নিলেন তাদেরকে এবং ঘোষণা দিলেন ১৩ দফা দাবির। হেফাজতে ইসলাম থেকে ৬ এপ্রিলের লং মার্চের ঘোষণা এলো। এদেশের সকল শ্রেণীর আপামর মানুষ তখন অপেক্ষা করছে পরবর্তীতে কি হয় তা দেখার আশায়। নাস্তিক-মুরতাদ-আওয়ামী লীগ তাদের ফাস হয়ে যাওয়া চেহারা আরও মজবুত করে প্রতিষ্ঠা করলো। সরকারী দল হয়ে হরতাল দেবার মত নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা করলো। ৬ এপ্রিল রাতে হরতাল দেবার উদ্দেশ্য ছিল একটাই, আর তা হলো, আপামর মুসলমান জনতা যেন ঢাকায় আসতে না পারে তা নিশ্চিত করা; আর এই হরতাল দেবার কারণও ছিল একটাই, আর তা হলো ইসলামের সাথে শত্রুতা। আল্লাহর কুদরতে এর পরের দিন এত বাধা থাকা সত্ত্বেও লাখ লাখ মানুষ দিয়ে ভরে গিয়েছিল মতিঝিল এলাকা। প্রাথমিক পর্যায়ে সকল ভন্ড টেলিভিশন মিডিয়া এটা গোপন করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পরবর্তীতে যখন এক দুইটা মিডিয়া থেকে লাখ লাখ মানুষ জড় হবার খবর বেরিয়ে গেল, তখন অন্যান্য ভন্ড মিডিয়াও নিজেদের ইজ্জত বাঁচাতে সত্য খবর কিছুটা প্রকাশ করে। আল্লাহর বান্দারা তাদের কথা মতো এসেছিল লং মার্চে শরীক হতে এবং কথা মতো বিদায় নিলো।

হেফাজতে ইসলামের এই নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা আমাদের দেশের নোংরা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সত্যিই বিরল। মানুষ

যেন হেফাজতের মাঝে কিছু স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। রাস্তায় মানুষজনের আলোচনার বিষয় ছিল: "হেফাজত কি পারবে আল্লাহর সাহায্য নিয়ে আমাদেরকে এদেশের রাজনীতির নোংরামী ও দুর্নীতি থেকে মুক্তি দিতে?"

৫মে.. মতিঝিলের শাপলা চত্বরে ভিড় বাড়ছে তো বাড়ছেই! কারণ হলো ঢাকা অবরোধ। সরকার অনুমোদন দিয়েছে হেফাজতে ইসলামের এই কর্মসূচির। কিন্তু একই সাথে নামিয়েছে পুলিশ ও ছাত্রলীগকে! বেলা যখন সকাল পেরিয়ে দুপুর তখন পুলিশ ও ছাত্রলীগ বিভিন্ন স্থানে বাধার সৃষ্টি শুরু করে। তৌহিদী জনতার সাথে মারামারি শুরু করার চেষ্টা করে। দুপুর পেরিয়ে বিকাল হতে না হতেই শাপলা চত্বর লাখ লাখ আল্লাহর বান্দার তৌহিদী আবেগে ভরে উঠলো। কিন্তু এরই মাঝে কথা রাখেনি সরকার; পুলিশ ও ছাত্রলীগ বারংবার তাদের সম্মেলনে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে, অপরদিকে আল্লামা শফির (দা: বা:) থেকে তখনো কোন নির্দেশ আসেনি, কারণ উনি সমাবেশস্থলে পৌছাতে চেয়েও ওদের চক্রান্তে তা পারেননি।

রাত ১২টা পেরিয়ে গেছে, অর্থাৎ এখন ৬ মে। আমিরের প্রতি নিপুণ আনুগত্যের এক অপূর্ব উদাহরণ হয়ে গেল এই তৌহিদী জনতা। দীর্ঘদিন ব্যাপী এই নাস্তিক সরকার ইসলাম ধর্মকে লাঞ্ছনা করেছে, শরিয়তের আইন মুছে দিয়ে ব্রিটিশদের আইন দ্বারা জনগণকে শাসন করেছে, অবশেষে প্রিয় রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যে নাস্তিক কুলাঙ্গারের দল অপমান করেছে তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছে। এই নাস্তিক সরকার এদেশের তৌহিদী জনতাকে ধৈর্য্য ধরার আর কোন অবকাশ দেয়নি। তাই ৬ মে তৌহিদী জনতার চোখে চাপা ক্ষোভ। তবে সারাদিনের দীর্ঘপথ পাড়ি দেবার ক্লান্তিও দেখা দিয়েছে। অনেকের চোখেই ঘুম।

রাত প্রায় ৩ টা। সরকারের নির্দেশক্রমে মতিঝিল শাপলা চত্বরের রাস্তার সকল লাইট নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। যে এক-দুইটা টেলিভিশন মিডিয়া সত্য খবর প্রকাশ করে দেবার ফলে অন্য সব ভন্ড মিডিয়া বিব্রতকর অবস্থায় পড়ছিল, সেই এক-দুইটা টেলিভিশন মিডিয়াও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সরকারের নির্দেশে। সরকারের নির্দেশে নামানো হয়েছে হাজার হাজার র‍্যাব, বিজিবি ও পুলিশ; এমনকি ভারি কামানও নামানো হয়েছে! এরা ক্লান্ত ও আধা ঘুমন্ত তৌহিদি জনতাকে অন্ধকারের মাঝে ঘিরে ফেলেছে। এরপর শুরু হয় তাদের বর্বরোচিত আক্রমণ, যা এদেশের ইতিহাস কোনকালেও প্রত্যক্ষ করেনি।

সেই রাতে শহীদ হন আনুমানিক ৩,০০০ মুসলমান (হেফাজতে ইসলামের দেয়া বিবৃতি এবং কিছু মিডিয়ায় প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী), যার মাঝে আছে আলেম, শিশু-কিশোর এবং সাধারণ জনতা। যথারীতি সকল ভন্ড মিডিয়া এই সংখ্যাকে গোপন করে। পাকিস্তানে লাল মসজিদের মর্মান্তিক ঘটনাকে যেন হার মানাতেই এই নাস্তিক-মুরতাদ সরকার এই কাজ করলো, মতিঝিলে আসার অনুমোদন দিয়ে রাতের বেলা আধা ঘুমন্ত মুসলমানদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ করলো, রচনা করলো আরেক কারবালার প্রান্তরের!

আওয়ামী নাস্তিক সরকার এই কারবালার প্রান্তর রচনা করে বাংলাদেশের তৌহিদী জনতার জন্য নিম্নোক্ত বাস্তবতাসমূহ প্রকাশ করে দিয়েছে যা বুদ্ধিমান মুসলমানদের উপলব্ধি করা অত্যাবশ্যক:

১। এই সরকারের লোকেরা মানুষ হিসেবে দেখতে আমাদেরই মতো, ভাষার ক্ষেত্রেও আমাদেরই মতো বাংলা ভাষায় কথা বলে, কিন্তু এতে তাদেরকে আপন ভাবার কিছু নেই, কারণ তারা মুসলমান নয়, তারা কাফের, তারা মুসলমানদের ঘৃণা করে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ঘৃণা করে, ইসলামী শরিয়তকে ঘৃণা করে, ইসলামী হুকুমতকে ঘৃণা করে, আর ভালবাসে শুধুমাত্র নিজেদেরকে, কাফের-নাস্তিদেরকে এবং ক্ষমতাকে।

৫-৬ মে হেফাজত ক্রাশআউট অপারেশনের ২৪ ঘণ্টা
আলেমদের লক্ষ্য করে ১ লাখ ৬৫ হাজার বুলেট গ্রেনেড টিয়ারশেল ছোড়ে র‍্যাব- পুলিশ

২। এই সরকারের নিজেদের প্রতি, কাফের-নাস্তিকদের প্রতি এবং ক্ষমতার প্রতি ভালবাসা এতটাই প্রখর যে এগুলোর রক্ষা করার জন্য দরকার পড়লে লাখ লাখ মুসলমানের উপর দিয়ে ভারি কামান চালাতেও এরা দ্বিধাবোধ করবে না।

৩। এই সরকার যা হলো নাস্তিক-কাফের সরকার তা কখনোই মুসলমানদের সরকার হতে পারে না, কারণ কোন কাফের-নাস্তিক মুসলমানদের নেতা হতে পারে না, আর শরিয়ত ছাড়া অন্য কোন সংবিধান দ্বারা মুসলমানগণ শাসিত হতে পারেন না। কিন্তু এই সরকারের সামনে আন্দোলন কিংবা মিছিল করলে এই সরকারের পতন হবে না, এই সরকার এত সহজপাত্র নয়।

৪। এই সরকারকে পতনের জন্য চাই মুসলমানদের মধ্যে একান্ত বন্ধুত্ব-ভ্রাতৃত্ব ও মজবুত দৃঢ়তা। পরস্পর পরস্পর থেকে জ্ঞান ও কৌশল আহরণের স্পৃহা, যে জ্ঞান ও কৌশলের মাঝে আছে তাওহীদের জ্ঞান, জিহাদের ফিক্‌হ এবং যুদ্ধের কৌশল।

৫। এই সরকারের পতনের জন্য প্রচেষ্টার শুরু মিটিং-মিছিল ও আন্দোলন দিয়ে এবং প্রচেষ্টার শেষ অস্ত্রবিহীন অবস্থায় র‍্যাব-পুলিশ-বিজিবি এর হাতে নিহিত (যারা নিহত হয়েছে সেসকল মাসুমকে আল্লাহ শহীদ হিসেবে কবুল করুন, আমীন) হবার মাধ্যমে নয়, বরং এই সরকারের পতনের জন্য প্রচেষ্টার শুরু করতে হবে জিহাদের সকল বাস্তবভিত্তিক প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে এবং এই প্রচেষ্টার শেষ করতে হবে শরিয়ত প্রতিষ্ঠা কিংবা শাহাদাত বরণের মাধ্যমে...ইনশাআল্লাহ!

আলেম সমাজ ও তৌহিদী জনতার প্রতি আহবান

ওলামায়ে কেরামের প্রতি আহবান

সম্মানিত ওলামায়ে কেরামগণ, আপনারা সম্মানিত, আল্লাহ আপনাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আপনারা আম্বিয়াগণের (আঃ) ওয়ারিস। আপনারা আমাদের উপর দায়িত্বশীল। বর্তমানে আমাদের সামনে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা তাঁর কোন সাহাবা (রাঃ) উপস্থিত নেই। তাই আমরা যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্য আপনাদের দিকে চেয়ে থাকি। নিশ্চয়ই আমাদের ব্যাপারে আপনাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সম্মানিত ওলামাগণ, বর্তমান পরিস্থিতিতে কি এই নাস্তিক-মুর্তাদ ব্লগারদেরকে কতল করা আমাদের দায়িত্ব নয়?

সম্মানিত ওলামাগণ, এই নাস্তিক ব্লগার চক্রকে সম্মান দেয়া, রক্ষা করা, তাদের পক্ষ নেয়া ও কুফরী আইন দিয়ে এদেশ পরিচালনা করা যা একটি সুস্পষ্ট কুফরী বা কুফরুন বাওয়াহ, এসব অগণিত কারণে এই তাগুত সরকারের বিরুদ্ধে ইজমা অনুযায়ী আমাদের করণীয় কি?

সম্মানিত ওলামায়ে কেরামগণ, প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপমান আমাদের আর সহ্য হচ্ছে না। এদেশের পনের কোটি মুসলমানদের মাঝে ইনশাআল্লাহ মর্দে-মুজাহিদ ও বীরদের অভাব নেই। আল্লাহ চাইলে আপনারা তাদেরকে পাশে পাবেন। আপনারা আল্লাহর উপর ভরসা করে শুধুমাত্র তাঁর জন্য সত্য উচ্চারণ করুন। আজ যে তৌহিদী জনতা জেগেছে, তাদেরকে সর্বদা আপনাদের আশেপাশে এভাবে পাওয়া যায় না। আপনারা আজ তাদের সামনে প্রাণ খুলে হক্ব বয়ান করে দিন।

নাস্তিক-ব্লগার চক্র আর তাদের রক্ষাকারী-সমর্থনকারী তাগুত সরকারের এই দ্বীনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আর কতদিন চলবে? আর কতদিন আমরা এসব মানবরচিত তন্ত্র-মন্ত্রের নিস্পেষণে বন্দী থাকবো? আর কতদিন আমাদের চোখের সামনে এই দ্বীনকে লাঞ্ছিত হতে দেখবো?

আমরা কেন সেই অন্ধ সাহাবী (রাঃ) এর মতো আমল করতে পারবো না? আমরা কেন নাস্তিক-মুর্তাদ ঐ ব্লগার চক্রকে চিহ্নিত করে, তাদেরকে কতল করতে পারবো না?

আমরা কেন আবু বকর (রাঃ) এর সময়ে মুর্তাদদের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সে অনুযায়ী এবং সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) ইজমা অনুযায়ী আমল করতে পারবো না? তাঁরা তো সে সময় সকল মুর্তাদদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ ও কিতাল করেছেন। তবে আমরা কেন ঘরে বসে থাকবো? আর শুধু এই জালেম, ইহুদী-খ্রীষ্টানদের এজেন্ট সরকারের কাছে বারংবার কাকুতি-মিনতি করতে থাকবো?

এদেশে প্রতিনিয়ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে, দ্বীন ইসলামকে নিয়ে হাসি-তামাশা করা হচ্ছে, তাগুত মন্ত্রী-সংসদ সদস্যরা দম্ভভরে বলে বেড়াচ্ছেঃ এখানে কোরআন-সুন্নাহর আইন চলবে না!!! এদেশে গণতন্ত্র চলবে, মানবরচিত সংবিধান চলবে কিন্তু অন্য কোন আইন চলবে না, সংবিধান পরিপন্থি অন্য কোন আইন-বিধান-কর্মকান্ড সহ্য করা হবেনা। এভাবে তারা মানবরচিত সংবিধানকে উঁচু করে ধরেছে আর আল্লাহর কালাম কোরআনকে পরিত্যাগ করেছে।

খালেদা হাসিনা

তাহলে এ দেশ কি আজীবন কাফিরদের বানানো আইনে চলবে? আর আমরা মুসলমান জনগণ কি বসে থাকবো? এর স্থায়ী সমাধান কি দ্বীন ইসলামে নেই? আপনারা সবার সামনে তা আজ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিন।

সম্মানিত ওলামায়ে কেরামগণ, এর আগেও তো তসলিমা নাসরিন নামক মুর্তাদ মহিলাও এরকম করেছে। আগেও তো এদেশে আন্দোলন হয়েছে। তবে কি এ ধরনের আচরণ বারংবার হতেই থাকবে? এর কি কোন স্থায়ী সমাধান নেই? ইসলামী শরীয়াত বাস্তবায়ন ছাড়া এক/দুইটা আইন প্রণয়ণ করে কি এটা কখনো বন্ধ করা সম্ভব?

সম্মানিত ওলামায়ে কেরামগণ, আপনারা এর আগেও নারী নীতি, শিক্ষা নীতি ইত্যাদি ব্যাপারে আন্দোলন করেছেন। ঐ সকল আন্দোলনের ফলাফল কি? বারংবার তো এটাই করা হয়েছে যে, আপনাদের আন্দোলনের কারণে এসব তাগুত সরকার সাময়িকভাবে তা মেনে নেবার ভান করেছে। কিছুদিন যাবার পরই গোপনে তারা আবার তাদের আগের কার্যক্রমে ফিরে গেছে। তারা শুধু চায় কোনভাবে আলেম সমাজকে শান্ত করে মসজিদে, মাদ্রাসায় ফিরিয়ে দিতে। ইসলামকে গৃহধর্ম বানিয়ে দ্বীন বিজয়ের সঠিক পথ থেকে বেখবর রাখতে। তাহলে আবার তারা নিশ্চিন্তে কুফরের রাজত্ব করতে পারবে।

সম্মানিত ওলামায়ে কেরামগণ, বর্তমানে নারীনীতি ও শিক্ষানীতির হাল কি?

হে নবীদের উত্তরাধিকারীগণ, আমাদের কি এই ইসলামী শরীয়াতের ছায়ার নীচে বাস করার অধিকার নেই? কারা আমাদের এই অধিকার কেড়ে নিয়েছে? কোন অধিকারে এদেশের ইহুদী-খ্রীষ্টানদের এজেন্ট রাজনীতিবিদরা কোরআনের আইনকে বাতিল করে দিয়েছে? মোঘল শাসন আমলে এদেশে ইসলামী শরীয়াত চালু ছিল। ইংরেজরা এদেশ দখল করার পর এদেশে ইসলামী শরীয়াতের প্রয়োগ বন্ধ করে দেয়। তারা যাবার পর সেই দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে খ্রীষ্টান-ইংরেজদের এদেশীয় শিষ্য তাগুত ও সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদরা।

শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) ফতোয়া দিয়েছিলেনঃ "কোথাও ইসলামের শীআর তথা আযান থেকে খৎনা ইত্যাদি যে কোন বিধানের উপর বাধা আসলে অথবা কুফরি বিধান বা তার প্রতীক অবাধে চলা শুরু হয়ে গেলে বা সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকারী শাসক কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিদ্যমান না থাকলে সেটা দারুল হারব এ পরিনত হয়ে যায়।" (ফতোয়ায়ে আজিজী, পৃষ্ঠা নং-৫৮৫)

শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) কর্তৃক তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশকে দারুল হারব ঘোষণার পরিস্থিতি কি এদেশে এখনো বিদ্যমান নেই? ইংরেজরা চলে গেছে তো কি হয়েছে? তাদের ভাবশিষ্যরা তো ইংরেজদের থেকেও আরো মারাত্নকভাবে দ্বীন ইসলামের উপর আক্রমণ করে যাচ্ছে। আর এসব তাগুত সরকার এসব কার্যক্রমে তাদের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

হে নবীদের উত্তরাধিকারীগণ, এই পরিস্থিতিতে আপনারা কিভাবে চুপ করে থাকতে পারেন? এই ব্যাপারে কি আপনাদের আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে না?

সম্মানিত ওলামায়ে কেরামগণ, আপনারা আপনাদের নেতৃত্বের আসনে ফিরে আসুন। আপনারা এদেশের ইসলামপ্রিয়-তৌহিদী জনতাকে পরিচালিত করুন। আপনারা এদেশের রাষ্ট্রক্ষমতার দায়িত্ব গ্রহণ করুন। এদেশকে তথাকথিত এসব রাজনীতিবিদদের কাছে ছেড়ে দিলে কখনো এসব সমস্যার সমাধান হবে না।

সম্মানিত ওলামায়ে কেরামগণ, আমাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي
اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى
الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ
لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।" (সূরা মায়েদা, আয়াতঃ ৫৪)

আল্লাহ যেন আমাদেরকে অন্য কোন সম্প্রদায় দ্বারা বদল করে না দেন। আলেমদের ইজমা মতে আমাদের উপর দায়িত্ব হচ্ছে, সুস্পষ্ট কুফরী কাজ সম্পাদনকারী এসব সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, এদেরকে হটিয়ে ইসলামী শরীয়ত কায়েম করা।

আমরা এই কাজ আঞ্জাম না দিলে, আল্লাহ আমাদেরকে বদল করে দিতে পারেন। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

''যদি তোমরা জিহাদে বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে মর্মন্তুদ আযাব দিবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (সূরা তওবা, আয়াতঃ ৩৯)

সম্মানিত ওলামায়ে কেরামগণ, আপনাদেরকে মোল্লা মোহাম্মদ ওমর (দাঃ বাঃ) এর মতো এদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে। এদেশে সম্পূর্ণ ইসলামী শারীয়াত কায়েম করতে হবে। এর জন্য আমাদের সবাইকে নিজেদের জান-মাল কুরবানী দিতে হবে।

হে আলেম সমাজ, আপনারা এ দেশের পনের কোটি তৌহিদী জনতাকে নেতৃত্ব দিন। এসব নাস্তিক-মুর্তাদ ব্লগার চক্র ও তাদের সাহায্যকারী রাজনীতিবিদদের নেতৃত্ব এই তৌহিদী জনতা চায় না। আপনারা এই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করুন। আমরা আপনাদের নেতৃত্ব চাই। যদি আফগানিস্তানে আলেম-ওলামারা দেশ পরিচালনা করতে পারেন, তাহলে বাংলাদেশের আলেমরাও এদেশ পরিচালনা করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। কারণ আল্লাহ আপনাদের সাথে থাকবেন।

নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার।
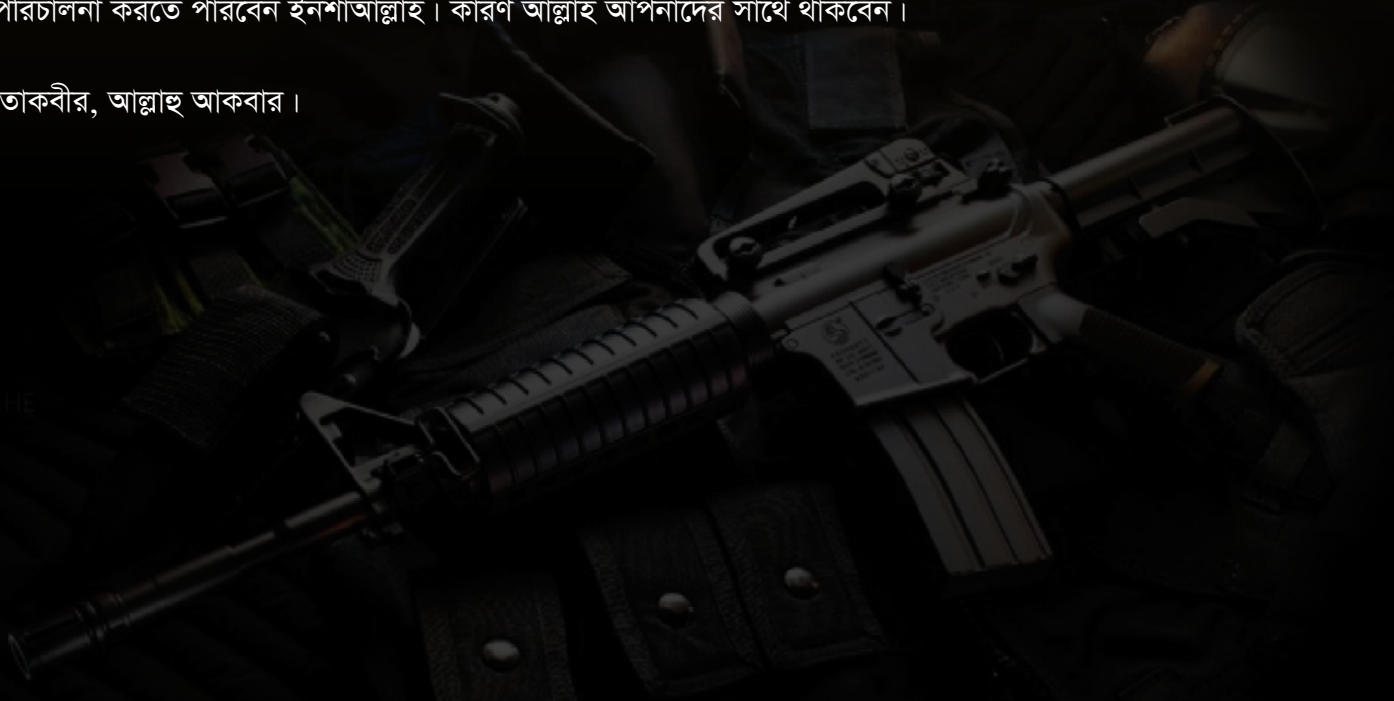
নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারীম। আম্মা বাদঃ

তৌহিদী জনতার প্রতি আহবান

প্রাণপ্রিয় মুসলমান ভাই, আমরা মুসলমান জাতি। আমরা নবী মুহাম্মদ সাল্লালল্লাহু আলাইহি ওয়া সালল্লামের উম্মত। আমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি। আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করি না। আমরা আল্লাহর হুকুমের বাইরে অন্য কারো আনুগত্য করি না। আমরা শুধুমাত্র আল্লাহরই আইন মানি, শরীয়ত বিরোধী মানব রচিত কুফরী আইন আমরা মানি না। তাওহীদের কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমাদেরকে এসব কিছুই শিক্ষা দেয়। রাসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই আমাদের দ্বীনি, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে একক ও একমাত্র আদর্শ। অন্য কোন জাতীয়-বিজাতীয় নেতা - হোক সেটা গান্ধী কিংবা জিন্নাহ, মুজিব কিংবা জিয়া, মাও সেতুং কিংবা প্লেটো - আমাদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হতে পারে না। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ

"নিশ্চয়ই, যারা আল্লাহর কাছে ও আখেরাতে (কল্যাণের) আশা রাখে, তাদের জন্যে আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আহযাব, আয়াতঃ ২১) । প্রিয় তৌহিদী ভাই, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটুক্তিকারী কিংবা হেয়কারীর শাস্তি হচ্ছে কতল তথা হত্যা। ইমাম মালিক (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ) এর মত হচ্ছে, এই শ্রেণীর অপরাধী তওবা করলেও তাকে হত্যা করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

''বলো তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসুলের ব্যাপারে তামাশা করছিলে? কোন অযুহাত পেশ করো না, তোমরা কাফির হয়ে গেছো, ঈমান আনার পর।'' (সূরা তাওবা, আয়াতঃ ৬৪-৬৬)। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয়কারী ও কটুক্তিকারীদেরকে সাহাবাগণ (রাঃ) কারো অনুমতি ছাড়াই, কারো হুকুমের অপেক্ষা না করেই হত্যা করেছেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরবর্তীতে তা অনুমোদন করেছেন। এ ব্যাপারে এক দাসী হত্যার ঘটনা সুনানে আবু দাউদ (৪৩৬১) ও সুনানে নাসাঈতে (৪০৮১) বর্ণিত হয়েছে। এর সনদ সহীহ।

وروى أبو داود (৪৩৬১) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَقَعُ فِيهِ ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي ، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْتُمُهُ ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ [سيف قصير] فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا . فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ : أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ . فَقَامَ الْأَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا صَاحِبُهَا ، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي ، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً ، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ ، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ)

হাদিসটির সারাংশ নিম্নরূপঃ একজন অন্ধ ব্যক্তি (সাহাবী) যার একজন দাসী ছিল, যে ছিল তার উম্মে ওয়ালাদ। এই মহিলা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিশাপ দিতো। এবং তাকে তিনি তা না করার জন্য সাবধান করার পরেও সে বিরত হতো না! এক রাতে সে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিশাপ দিয়েই যাচ্ছিলো। তখন তিনি একটি ছুরি নিয়ে তার পেটে বিদ্ধ করলেন এবং ভিতরে চাপ দিতে থাকলেন যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়!

সকালে আল্লাহর রসূলের নিকট খবর পৌঁছল। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনকে একত্র করে বললেন, আমি আল্লাহর নামে তোমাদের আদেশ করছি যে কাজটি করেছো উঠে দাঁড়াও। অন্ধ ব্যক্তিটি উঠে দাঁড়ালেন এবং হেঁটে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে এসে বসে পড়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল ! আমিই সেই ব্যক্তি যে কাজটি করেছে। সে আপনাকে অভিশাপ দিতো এবং তাকে বিরত হতে বলার পরও সে বিরত হতো না! তার গর্ভ থেকে আমার মুক্তার মতো সন্তান আছে এবং সে নিজেও আমার প্রতি খুব সদয় ছিল।

কিন্তু গতরাতে সে আপনাকে অভিশাপ দিতে লাগলো। তাই আমি একটি ছুরি নিয়ে তাকে আঘাত করলাম এবং তাকে হত্যা করলাম।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "জেনে রেখো যে ঐ মহিলার কোন রক্তমূল্য নেই।"

সুবহানাল্লাহ, এই রাজীব ওরফে থাবা বাবাদের রক্তের কোন মূল্য নেই। যারাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে তামাশা করবে, কটুক্তি করবে তাদের রক্তের কোন মূল্য নেই।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) উল্লেখ করেছেনঃ আলেমগণ সর্বসম্মতিক্রমে একমত যে, কোন মুসলমান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয় করলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যায়। তার শাস্তি হচ্ছে কতল। এই ইজমা একাধিক আলেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যেমনঃ ইমাম ইসহাক ইবনে রাহাবীয়া (রঃ), ইবনে মুনজির (রঃ), কাজী ইয়াজ (রঃ), ইমাম খাত্তাবী (রঃ) এবং আরো অনেকে।" (দেখুনঃ সারিম আল মাসলুল, ২/১৩-১৬)

এই রাজীব শ্রেণীর সকল নাস্তিক-মুর্তাদ যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কটুক্তি করেছে তাদের জীবনের কোন মূল্য নেই। তাদেরকে অনায়াসে হত্যা করা যাবে। এর জন্য কারো অনুমতি লাগবে না। ফতোয়ায়ে শামীতে উল্লেখ আছেঃ

) الأَصْلُ أَنَّ كُلَّ شَخْص رَأى مُسْلِمًا يَزْنِي يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ .... (الدر المختار جزء-8 ص-٢٢٢

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে জিনারত অবস্থায় দেখবে সে তাকে হত্যা করে দেয়া হালাল। এমনিভাবে ক্ষমতাধর প্রকাশ্য জুলুমবাজ এবং সকল কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি, তাদের সহায়তাদানকারী, চর, সোর্স... এদেরকে হত্যা করা জায়েজ ও হত্যাকারী ছওয়াব পাবে। আর নাছেহী ফতোয়া দিয়েছেন যে, সব অনিষ্টকারীকে হত্যা করা ওয়াজিব।"

প্রিয় তৌহিদী জনতা, আমাদের এই জমিনে এসব নাস্তিক-মুর্তাদ ব্লগার চক্র বহুদিন যাবত ইহুদী-খ্রীষ্টানদের এক সুগভীর চক্রান্ত বাস্তবায়ন করতে মাঠে নেমেছে। আর তাদের সাথে যোগ দিয়েছে এদেশের তাগুত সরকার। এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে কারণঃ আমাদের এই জমিনে বর্তমানে ইসলামী শরীয়াত কায়েম ও বিজয়ী নেই। বর্তমান তাগুত সরকারসমূহ ইসলামী শরীয়াত বাদ দিয়ে মানব-রচিত কুফরী-শিরকী আইনের প্রবর্তন ও প্রচলন করেছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَـهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"আল্লাহর পাশাপাশি তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে এবং মরিয়মের পুত্রকে মসীহকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একক ইলাহ এর ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তারা তাঁর সাথে যে সকল শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র।" (সূরা তওবা, আয়াতঃ ৩১)

এই আয়াতের ব্যাখ্যা এসেছে স্বয়ং আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে যেখানে তিনি আদী ইবনে হাতিম (রাঃ) কে বলেছিলেনঃ

أليس يحرِّمون ما أحلَّ الله فتحرِّمونه، ويحلُّون ما حرَّم الله فتحلُّونه؟ قال: قلت: بلى! قال: فتلك عبادتهم!

"এমন কি হয়না যে আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা তারা হারাম করে । ফলে তোমরাও সেটা হারাম হিসাবে গ্রহণ কর ? আবার আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা তারা হালাল করে । যার ফলে তোমরাও ওটাকে হালাল হিসাবে গ্রহন কর ? তিনি বললেন, জ্বি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ এটাই হলো তাদের ইবাদত করা।" (তাফসীর তাবারী, মুসনাদে আহমাদ, সুনান তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (রঃ) হাদিসটিকে হাসান বলেছেন)

এদেশের তাগুত সরকারগুলো এখানে নব্য আহবার ও রাহবানের ভূমিকা নিয়েছে। যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের উপর এই কুফরী-শিরকী আইন তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও তাদেরকে প্রতারণায় ফেলে চাপিয়ে রেখেছে। যেমনঃ

ক) আল্লাহ মদ হারাম করেছেন আর এই তাগুত সরকারগুলো মদকে হালাল করে দিয়েছে, মদের লাইসেন্স দিচ্ছে।

খ) আল্লাহ জ্বিনা হারাম করেছেন আর এই তাগুত সরকারগুলো পতিতাবৃত্তির জন্য লাইসেন্স দিচ্ছে।

গ) আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন, সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন আর এই তাগুত সরকারগুলো সুদের ভিত্তিতে পুরো অর্থনীতি পরিচালনা করছে। সুদের ভিত্তিতে ব্যাংক পরিচালনার লাইসেন্স দিচ্ছে।

ঘ) আল্লাহ তায়ালা বিধান দিয়েছেন চোরের হাত কাটা, আর এরা এটাকে বাদ দিয়ে শাস্তি নির্ধারণ করেছে জেল-জরিমানা।

ঙ) আল্লাহ তায়ালা জিহাদকে ফরজ করেছেন, এরা এই ফরজ বিধানকে সন্ত্রাস ও জংগীবাদ নামে আখ্যায়িত করে বিরোধিতা করে যাচ্ছে।

অথচ আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"তারা কি জাহেলিয়াতের বিচার-ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?" (সূরা মায়িদাহ, আয়াতঃ ৫০)

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এরা এসব জাহেলী-বাতিল আইনকে বলছে যুগ-উপযোগী আইন- আর আহকামুল হাকেমীন আল্লাহর দেয়া শরীয়তকে বলছে মধ্যযুগীয় শাসন। এটা তাদের আরেকটি সুস্পষ্ট কুফরী।

এছাড়াও এদেশের তাগুত সরকারগুলো যুগ যুগ ধরে সারা বিশ্বে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত ইহুদী-খ্রীষ্টান-হিন্দু দেশগুলোর (যেমনঃ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত ইত্যাদি) পা-চাটা গোলামের ভূমিকা পালন করছে, এদেরকে বন্ধু-সাহায্যকারী-পরামর্শক হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে আউলিয়া (বন্ধু, অভিভাবক, রক্ষক) হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের আউলিয়া। তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে আউলিয়া হিসেবে নিবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা মায়িদাহ, আয়াতঃ ৫১)

এই তাগুত সরকারগুলো এই দেশে হিন্দু-খ্রীষ্টান-ইহুদীদের কুফরী-শিরকী আদর্শ এবং কৃষ্টি-কালচার প্রচার-প্রসার করে মুসলিম সমাজকে বিষাক্ত করছে এবং পুতুল সরকার হিসেবে তাদের বিভিন্ন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। এদের শিক্ষানীতি, এদের নারীনীতি আমাদের এই মুসলমান দেশে চাপিয়ে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে এদেশের আলেম-সমাজ অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। সেসব আন্দোলনের কারণে অনেক আলেম, অনেক মাদ্রাসার ছাত্রবৃন্দ শহীদ হয়েছেন, জেল-জরিমানার শিকার হয়েছেন।

এই তাগুত সরকারসমূহ ইহুদী-খ্রীষ্টানদের বন্ধু ও আউলিয়া হয়ে কাজ করছে। এরই পরিক্রমায় এদেশে সকল নাস্তিক-মুর্তাদ ব্লগার চক্রকে এই ইহুদী-নাসারাদের পা-চাটা গোলাম সরকার নিরাপত্তা দিচ্ছে, সমর্থন দিচ্ছে। তরুণ সমাজকে বিভ্রান্ত করে ওদের মতো নাস্তিক-মুর্তাদ হিসেবে তৈরী করার সুযোগ দিচ্ছে। এদেশে মুসলমানদের গায়ে একবিন্দু রক্ত থাকতে এই জঘন্য পরিকল্পণা বাস্তবায়ন করতে দেয়া হবে না ইনশাআল্লাহ।

এই নাস্তিক-মুর্তাদ রাজিব ওরফে থাবা বাবা কে এই তাগুত সরকার শহীদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে !!!

এই তাগুত সরকার হিন্দু-বৌদ্ধ-নাস্তিক ও অন্যান্য মুশরিক সম্প্রদায়কে নিয়ে রাজিব ওরফে থাবা বাবার জানাজার নামাজ আদায় করে দ্বীন ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা করেছে !!

এই নাস্তিক-মুর্তাদ রাজিব ওরফে থাবা বাবা যা করতো ব্লগে, সেটা বাস্তবে রূপায়ন করে দেখিয়েছে এই তাগুত সরকার !! আল্লাহ এদের উপর লানত বর্ষণ করুন। অপর দিকে আল্লাহর দুশমনরা মুরতাদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানকারী খাঁটি আল্লাহ ওয়ালা নবীপ্রেমিকদের হয়রানী ও নির্যাতন করছে।

প্রিয় তৌহিদী জনতা, এটা আমাদের সবার কাছে সুস্পষ্ট যে, এসব মানবরচিত কুফরী মতবাদপন্থী দলগুলোকে ভোট দেয়া, সমর্থন করা, তাদের পক্ষে মিছিল-মিটিং করা, তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করা, তাদের পক্ষে কথা বলা, তাদের পক্ষে কলম ধরা ইত্যাদি সবই হচ্ছে শিরক-কুফর-হারাম ও বিদয়াত। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি। (কিন্তু) তারা বিরোধীয় বিষয়কে তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়।" (সূরা নিসা, আয়াতঃ ৬০)

ঈমানের দাবী করার পর কুফরী আইন-ব্যবস্থায় শুধুমাত্র বিচার চাওয়ার ইচ্ছা থাকায় আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের ঈমানের দাবীকে নাকচ করেছেন। তাহলে এসব কুফরী-শিরকী আইন-বিধান-মতবাদের পক্ষে যারা কাজ করে, তাদের ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কি হতে পারে? ভালোভাবে চিন্তা করুন। সলফে সালেহীন, মুজতাহিদ ইমামগণ ও পরবর্তী যুগের ইমামগণের মধ্যে এই ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, কোন মুসলিম এলাকার শাসকের মধ্যে এই রকম সুস্পষ্ট কুফরী দেখা গেলে তার সাথে সশস্ত্র জিহাদ-ক্বিতাল করে, তাকে হটিয়ে ইসলামী শরীয়াত জারি করা হচ্ছে ঐ এলাকার সামর্থ্যবানদের উপর ফরজে আইন। আর যদি সামর্থ্য না থাকে তবে শক্তি-সামর্থ্য অর্জন করা হচ্ছে ফরজে আইন। আর সেই শাসকের সমর্থনে যদি কোন বাহিনী থাকে তবে ঐ বাহিনীসহ ঐ শাসককে হটানো হচ্ছে ফরজে আইন। এর দলীল হলো উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) বর্ণিত হাদীস যেখানে তিনি বলেছেনঃ

دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

অর্থাৎ, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ডাকলেন এবং আমরা তাকে বাইয়াত দিলাম। তিনি তখন আমাদের থেকে যে বাইয়াত নেন, তার মধ্যে ছিল আমরা শুনবো ও মানবো, আমাদের অনুরাগে ও বিরাগে, আমাদের সংকটে ও স্বাচ্ছন্দ্যে এবং আমাদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিলেও যোগ্য ব্যক্তির সাথে আমরা নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দল করবো না। তিনি বলেন, যতক্ষণ না তোমরা তার মধ্যে প্রকাশ্য কুফরী (কুফরুন বাওয়াহ) দেখতে পাবে এবং তোমাদের কাছে এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল থাকবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করে সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রঃ) বলেছেনঃ

وقال الداودي الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا اختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه

দাউদী (রঃ) বলেছেন, আলেমরা এ ব্যাপারে একমত যে, শাসক জালেম হলে যদি সামর্থ্য থাকে ফিতনা ও জুলুম ছাড়া তাকে অপসারণ করার তাহলে তা ওয়াজিব। তা না হলে ধৈর্য্য ধরা ওয়াজিব। অন্যরা বলেছেন, ফাসিক ও বিদয়াতীর কাছে নেতৃত্ব দেয়া যাবে না। যদি সে প্রথমে ন্যায়পরায়ণ থাকে ও পরে বিদয়াত ও জুলুম করে তবে তার অপসারণ ও বিরুদ্ধাচারণের ব্যাপারে মতভেদ হয়েছে। সঠিক মত হচ্ছে, তা না করা যতক্ষণ না সে কুফরী করে। (যদি প্রকাশ্য কুফরী করে) তখন তাকে অপসারণ ও তার বিরুদ্ধাচারণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। (উমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহ বুখারী, কিতাবুল ফিতান, ৩০/১১০) অনুরূপভাবে আল্লামা ইবনে কাছীর, আল্লামা নববী (রঃ) ও অন্যান্য ওলামায়ে কিরাম এর উপর ইজমা নকল করেছেন ।

এছাড়াও এই তাগুত সরকারগুলোর নিরাপত্তা দানকারী বাহিনীসমূহ যেমনঃ আর্মি, বিডিআর, র‍্যাব, পুলিশ ইত্যাদি হচ্ছে কুফরের বাহিনী এবং তাদেরকে প্রতিরোধ করাও আমাদের উপর ফরজ। এরাই তাগুত সরকারের নির্দেশক্রমেঃ

ক) আন্দোলনরত আলেম-ওলামাকে হয়রানি করছে।

খ) আলেম-ওলামাদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে কোন সভা-সমাবেশ কিংবা মত বিনিময় পর্যন্ত করতে দিচ্ছে না।

গ) এরাই এই তৌহিদী জনতার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

ঘ) বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও কুফরের যুদ্ধে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় চেষ্টারত আক্রান্ত মুসলিম মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কাফেরদের পক্ষ নিয়ে তাদের সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে । দেশ রক্ষার অযুহাত দেখিয়ে তাগুত সরকারগুলো এই বাহিনীর অনেককে ধোঁকায় ফেলে আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করে রেখেছে। আর অন্যান্যরা দুনিয়ার সামান্য বেতনের লোভে তাদের আখিরাত বিক্রয় করে দিয়েছে। এদের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

“যারা ঈমানদার তারা, লড়াই করে আল্লাহর পথে। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে সুতরাং তোমরা লড়াই করতে থাকো শয়তানের আউলিয়াদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।” (সূরা নিসা, আয়াতঃ ৭৬)

যারাই দ্বীন ইসলাম ক্বায়েমের চেষ্টা করে, এই বাহিনীগুলো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এদেশের তাগুত সরকারগুলো এসব নিরাপত্তা বাহিনীর মাধ্যমেই তাদের কুফরী-শিরকী আইন জারি রেখেছে। এই নিরাপত্তা বাহিনীগুলো না থাকলে এসব তাগুত সরকার এদেশের মুসলমানদের উপর তাদের এই শিরকী আইন একদিনও কায়েম রাখতে পারতো না।

তাই এই জমীনে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে কটুক্তি ও তামাশা বন্ধ করতে হলে, এই জমিনে দ্বীন ইসলাম ও শরীয়াতকে বিজয়ী করার জন্য আমাদেরকে সর্বাত্বক জিহাদ ও কিতাল করতে হবে। দল-মত, মাজহাব-মাসলাক নির্বিশেষে, ফিক্বহী-ফুরুঈ ইখতিলাফ ছেড়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা সবাই দ্বীন কায়েমের এই জিহাদে শরীক হবো। সকলে নিজেদের জান ও মাল আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী দিবো ইনশাআল্লাহ।

জিহাদ করার ফযীলত ও পরিত্যাগের শাস্তি

জিহাদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মতের দুঃখ-বেদনা দূরীকরণ

"আল্লাহর পথে জিহাদ করা তোমাদের জন্য আবশ্যক। নিশ্চয় তা জান্নাতের দরজাসমূহের একটি বিশেষ দরজা। এর দ্বারা আল্লাহ তোমাদের চিন্তা ও দুঃখকে দূর করে দিবেন" হাদীসটি হাসান। হাদীসটি উবাদাহ বিন সামিত (রাঃ) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ ইবনু হিব্বান (১৬৯৩)

জিহাদের দ্বারা বান্দার মর্যাদার একশত গুণ বৃদ্ধি

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন; রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ হে আবূ সাঈদ! যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। কথাটি শুনে আবূ সাঈদ অবাক হয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসুল! কথাটি আমাকে আবার বলুন, ফলে তিনি তা পুনরায় বললেন, এরপর রসূলুল্লাহ বললেন, এছাড়াও আরেকটি কাজ রয়েছে যা জান্নাতে বান্দার মর্যাদাকে একশগুণ বৃদ্ধি করে দেয়। যার প্রত্যেক দুই স্তরের মাঝের ব্যবধান হল আসমান ও জমিনের দূরত্বের সমান। আবূ সাঈদ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সেই কাজটি কি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। হাদীস সহীহ । এটি সহীহ মুসলিম এ বর্ণিত হয়েছে (১৮৮৫, অধ্যায় - ইমরাত, অনুচ্ছেদ- আল্লাহ জিহাদকারীদের জন্য বেহেশতে যে মর্যাদার ব্যবস্থা রেখেছেন)

জিহাদী কাফেলা ক্ষুদ্র হলেও পিছনে না থাকা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি মুসলমানদের (আমার উম্মতের) জন্য কষ্টকর না হতো তবে আমি আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোন ক্ষুদ্র সেনাদল থেকেও পিছনে থেকে যেতাম না। কিন্তু আমি তাদের সকলের জন্য যুদ্ধের বাহন দিতে পারি না। আর তারাও তা সংগ্রহের সামর্থ্য রাখে না। এ কারণেই তাদের জন্য আমার পিছনে থেকে যাওয়াটাই কষ্টকর হবে। যদি এমনটি না হতো তবে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোন ক্ষুদ্র সেনাদল থেকেও আমি দূরে থাকতাম না। হাদীস সহীহ । সহীহ মুসলিম (১৮৭৬, অধ্যায়-ইমারাত, অনুচ্ছেদ- জিহাদের ফযিলত ও আল্লাহর পথে বের হওয়া)

সামান্যতম সময় ক্বিতাল করার অকল্পনীয় পুরস্কার

মু'য়ায বিন জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি উটনি দোহনের মত সামান্য সময়ও আল্লাহর পথে সশস্ত্র লড়াই করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। হাদীস সহীহ। এটি বর্ণিত হয়েছে - আবু দাউদ (২৫৪১, অধ্যায় - জিহাদ, অনুচ্ছেদ - যে আল্লাহর নিকট শাহাদাত প্রার্থনা করে)।

জিহাদের কাতারে অবস্থান করার বিস্ময়কর ফযিলত

আল্লাহর পথে (জিহাদের ময়দানে) তোমাদের কারোর অবস্থান তার বিগত ষাট বৎসরের নামাযের চেয়েও উত্তম। তোমরা কি এরূপ পছন্দ করো না যে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান? তাহলে তোমরা আল্লাহর পথে সমর অভিযান চালাও। কোন ব্যক্তির আল্লাহর পথে জিহাদের সারিতে অবস্থান করাটা অন্য লোকের ষাট বৎসরের ইবাদতের চেয়েও ফযিলতপূর্ণ। হাদীস সহীহ। এটি বর্ণিত হয়েছে - সুনান দারেমীতে। তাহক্বীক - ফুয়ায আহমাদ যুমারলী ও খালিদ আস-সিরঈ।

ইসলামের দুশমনের হত্যাকারীর জন্য অগ্রীম সুসংবাদ

কোন কাফির এবং তার হত্যাকারী মুসলিম কখনো জাহান্নামে একত্রিত হবে না। সহীহ । হাদীসটি সহীহ ইবনু হিব্বানে (৪৬৬৫) বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য, উপরোক্ত হাদীসের প্রেক্ষিতে এ কথা বুঝা যায় যে, যদি কোন মু'মিন মুসলমান জিহাদের পথে কোন কাফিরকে হত্যা করে এবং সে মৃত্যু পর্যন্ত দ্বীনের উপর টিকে থাকে তবে সে চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকবে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যাপক আযাব নাযিল

"যে জাতি জিহাদ বর্জন করে আল্লাহ তায়ালা সেই জাতির উপর তার আযাব সর্বব্যাপী করে দেন। সনদ হাসান। এই হাসীসটি বর্ণিত হয়েছে - ত্বাবারানী (২/২২৮)।

লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় জীবন যাপন

যখন তোমরা ঈনা ব্যবসা করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, এবং কৃষিকাজ (ব্যবসা) নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার কারণে জিহাদ পরিত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দিবেন যে, যতক্ষণ তোমরা দ্বীনের উপর পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন না করবে ততক্ষণ আল্লাহ তোমাদের থেকে ঐ অপমান দূর করবেন না। হাদীস সহীহ। হাসীদটি সুনানে আবু দাউদে (৩৪৬৩) বর্ণিত হয়েছে।

নিজেদের ধ্বংসের দ্বার উন্মুক্তকরণ ঃ

আল্লাহর বাণী: তোমরা আল্লাহর পথে খরচ করো, আর নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। (সূরা বাকারাঃ ১৯৫) জেনে রাখো ঘরে বসে আমাদের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষনের কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং গাযওয়া (সমর অভিযান) ত্যাগ করাই হচ্ছে ধ্বংস।

কাফির গোষ্ঠীর সম্মিলিত হামলার শিকার

সাওবান (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ অচিরেই বিশ্বের অন্যান্য জাতিরা তোমাদের উপর হামলার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে যেমন লোভী পেটুকেরা খাবার পাত্রে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তখন জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি এমনটি হবে? তিনি বললেন না, বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায় অধিক হবে, কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে খড়-কুটার মত। আল্লাহ তোমাদের দুশমনের অন্তর থেকে তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দূর করে দিবেন এবং তোমাদের অন্তরে অলসতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। তখন জনৈক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রসূল! অলসতার সৃষ্টি হবে কেন? তিনি বললেন, দুনিয়ার প্রতি মহব্বত আর মৃত্যুকে অপছন্দ (ভয়) করার কারণে। হাদীস সহীহ। এটি সুনানে আবু দাউদ এ বর্ণিত হয়েছে (৪২৯৭, অধ্যায়-ক্বিতাবুল মালাহিম বা যুদ্ধ বিগ্রহ)।

মুনাফিকী অবস্থায় মৃত্যুবরণ

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির মৃত্যু এরূপ অবস্থায় হলো যে, সে কোনদিন দ্বীন কায়েমের জন্য গাযওয়া (সমর অভিযান) করেনি, এমনকি তার মনে কোনদিন গাযওয়া করার বাসনাও জাগেনি, তবে সে যেন মুনাফিক অবস্থায় মরলো। হাদীস সহীহ। মুখতাসার সহীহ মুসলিম (১০৭৩)

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম
আস সাহাব মিডিয়া পরিবেশিত
হাজ্বী শরীয়াতুল্লাহর জমিনে
আল্লাহর শরীয়াতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ...?
لا إله إلا الله
الله رسول محمد
উস্তাদ আহমেদ ফারুক (দাঃ বাঃ)
এর পক্ষ থেকে
বাংলাদেশের জনগণের প্রতি বার্তা
জমাদিউল আউয়াল, ১৪৩৪ হিজরী
মোতাবেকঃ মার্চ ২০১৩ ঈসায়ী
দাওয়াহ ও মিডিয়া বিভাগ প্রধান,
তানজীম আল কায়েদা, পাকিস্তান।

বিসমিল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহি ওয়া বা'দ।
বাংলাদেশে বসবাসরত আমার প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা!
আস্‌সালামুআলাইকুমওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বাংলাদেশের মুসলমানরা যখন ইতিহাসের একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছেন, সে সময় আপনাদের প্রতি এই বার্তা পাঠানোর প্রয়াস পাচ্ছি। হাজ্বী শরীয়াতুল্লাহ (রঃ), তিতুমীর (রঃ) এর দেশে এখন কুফর বনাম ঈমানের, ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ইসলামের মধ্যে এক সিদ্ধান্তকর সংগ্রাম চলছে। বিধর্মীদের ক্রীড়ানক, এই ধর্মনিরপেক্ষ ও ইসলাম বিরোধী সরকার যে সকল পদক্ষেপ নিচ্ছে তা কোন বিশেষ ব্যক্তি কিংবা দলকে নিষিদ্ধ করার জন্য নয়, বরং সুস্পষ্টভাবে তা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ইসলামের সোনালী ইতিহাস সমৃদ্ধ এই দেশ থেকে ইসলামের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেলার একটি জঘন্য পরিকল্পনা চলছিলো যার চূড়ান্ত পর্ব এখন শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা ও সরকারী দলের ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয় কারো কাছেই অজানা নয়। স্বাধীনতার পর থেকেই এই হতভাগ্য গোষ্ঠীটি বাংলার মাটি থেকে 'আল্লাহ বলেছেন', 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন' এর ধ্বনি মিটিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। বিশেষতঃ বিগত কয়েক বছরে সরকারী দল এমন সব পদক্ষেপ নিয়েছে যাতে মুসলমান জনগণের সাথে দ্বীনের শেষ যোগসূত্রটুকুও কেটে দিতে পারে। সকল পরিচিত জিহাদী দলসমূহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, তাঁদের নেতৃবৃন্দকে বন্দী করে, ফাঁসি প্রদানের মাধ্যমে এটা শুরু হয়েছে।

দেশের সংবিধান থেকে 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' কথাটি মুছে ফেলা হয়েছে। ইসলামী শরীয়াত বাস্তবায়নের জন্য যেকোন কার্যক্রমকে সংবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে ঘোষণা করার জন্য দাবী তোলা হয়েছে। এমনকি যেসকল ধর্মীয় দল 'গণতান্ত্রিক খেলায়' অংশগ্রহণ করে, তাদেরকেও ছাড়া হয়নি। তাদের নেতৃবৃন্দকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড কিংবা মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এটা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এই ব্যাপারে চিন্তা করলেও গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যায় এবং উচ্চারণ করতে গেলেও ভয়ে জিহবা আড়ষ্ট হয়ে আসে।

যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করে, সেদেশেই লানতপ্রাপ্ত, ঘৃন্য ও নিকৃষ্ট প্রকৃতির এক ব্যক্তি গজিয়ে উঠে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, হজরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ), উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এবং পুত-পবিত্র সাহাবায়ে কেরামগণকে (রাঃ) কল্পণাতীত জঘন্য ও নীচু ভাষায় আক্রমণ করেছে। এই লানতপ্রাপ্ত ব্লগার আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবমাননা করেছে যিনি আমাদের অন্তরের প্রশান্তি, যিনি আমাদের চোখের শীতলতা। সে তাঁকে অবমাননা করেছে, তার কুরুচিপূর্ণ লেখায় তাঁকে মূল চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেছে এবং সকল প্রকার লজ্জা ও ভদ্রতা ভুলে গিয়ে তার নিজের পাশব বাসনা ফুটিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কলম চালিয়েছে। তার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক এবং ঐ যুবকদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক যারা এই লানতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করে মুমিনদের অন্তরকে প্রশান্ত করেছেন।

উম্মাতের পাঁচ সিংহ

বাংলাদেশের বসবাসরত আমার প্রিয় ভাইরা!

আল্লাহর কসম, এটা কোন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নয়। এটা কুফর ও ইসলামের লড়াই। আহমেদ রাজীব হায়দারের মতো আরো অনেক লানতপ্রাপ্তরা এখনো জীবিত চলাফেরা করছে। তারা কথা ও লেখনীর মাধ্যমে এখনো আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইসলামী শরীয়াতের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে চলেছে। পশুর চেয়েও অধম এ সকল হতভাগ্য সৃষ্টির বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। এই শ্রেণীর প্রত্যেককে খুঁজে খুঁজে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানানো এবং এই লানতপ্রাপ্ত ব্লগারের মতো বাকীদেরকেও অলি-গলিতে কতল করা শরীয়াত আমাদের উপর ওয়াজিব করেছে।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা!
এটা ইসলাম ও কুফরের মধ্যে যুদ্ধ। আপনাদের মাথার উপর চেপে থাকা এই সরকার কুফরের পক্ষে দাঁড়িয়ে আছে। এরা ঐ সকল লোককে রক্ষা করে যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয়-প্রতিপন্ন করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। এই সরকার ঐ সকল মিছিলকারীদের গুলি করে বুক ঝাঝরা করছে যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসেন।

এই নাজুক পরিস্থিতিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইজ্জত ও সম্মান রক্ষা করার জন্য দেশের সকল ইসলামী শক্তিকে সকল প্রকার মতভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা উচিত। সবার উচিত গণআন্দোলনের মুখে ইসলামের শত্রু এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দেয়া।

দ্বীন ইসলাম ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসায় পাগল বাংলাদেশের গায়রতসম্পন্ন জনগণকে আমি আহবান জানাই, এখন ঘরে বসে থাকার সময় নয় বরং এখন ঘর থেকে বের হয়ে আসার সময়। এখন নিজ কর্মকান্ডের মাধ্যমে এই বার্তা দেয়ার সময়ঃ যে জমীন সাইয়েদ আহমেদ শহীদ (রঃ) এর আন্দোলনে রক্ত দিয়েছে, যে ভূমির ওলামায়ে-কেরাম ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন, যে ভূমির জনগণ দুইশত বছর যাবত ব্রিটিশ বেনিয়াদের জীবনকে অতিষ্ট করে রেখেছিলেন, যে জমীনে ফরায়জী আন্দোলন সূচিত হয়েছিলো - সেই জমীন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবমাননাকারীদের নাপাক অস্তিত্ব নিজের উপরে কখনো সহ্য করবে না এবং কখনো এর সোনালী ইসলামী ঐতিহ্যের বন্ধন ছিন্ন করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নাস্তিক্যবাদি ও বিপথগামী আক্বীদা গ্রহণ করবে না।

সুতরাং, জেগে উঠুন। দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলুন! নিজের দ্বীনকে রক্ষার জন্য বুকে গুলির আঘাত সহ্য করা ও জেল-জরিমানা মেনে নিতে প্রস্তুত হোন কিন্তু এই ফিতনা শেষ হবার আগ পর্যন্ত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবমাননাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত ঘরে ফিরে যাবেন না।

প্রকাশ্যভাবে মানুষকে দ্বীনের প্রতি আহবান এবং দেশে ইসলামী শরীয়াত প্রতিষ্ঠার সকল বাধা অপসারণ করার আগ পর্যন্ত এবং রাসুলের অবমাননাকারীদের রক্ষাকারী এই সরকারকে উচ্ছেদের আগ পর্যন্ত ঘরে ফিরে যাবেন না। বাংলার মাটি পূর্বেও ইসলামের ছিল, এর ভবিষ্যতও হচ্ছে শুধুই ইসলাম। এই জমীন ও এর জনগণকে অন্য কোন আদর্শে পরিচালনা করার অপচেষ্টা আল্লাহর ইচ্ছায় অবশ্যই বিফলে যাবে।

বাংলাদেশের সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম ও দায়ীদের নিকট আবেদন করবো, তারা যেনো তাদের নেতৃত্বের আসনে ফিরে আসেন। আলেমরাই মুসলিম সমাজের প্রকৃত নেতৃত্ব। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে শরীয়াত মোতাবেক দিকনির্দেশনা প্রদান করা আলেমগণের দায়িত্ব। তাই এই দেশের হক্কানী ওলামায়ে কেরামের উচিত ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম আহমেদ বিন হাম্বাল (রঃ) এর দৃষ্টান্ত পুনরুজ্জীবিত করা, হক্ব কথা বলা এবং এর জন্য কুরবানী দিতে প্রস্তুত থাকা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই অবমাননার পর কি এখনো চিন্তা-ভাবনা, সময়-ক্ষেপণ, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, ইতস্ততঃ করা কিংবা দোদুল্যমান থাকার কোন সুযোগ আছে?

এখন সময় হলো নিজেদের ঈমানের প্রমাণ দেয়ার এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নিঃশর্ত ভালোবাসা প্রকাশ করার। আপনারা উঠুন, জুমুআর খুতবাহ ও মসজিদ-মাদ্রাসায় বয়ানের মাধ্যমে জাতিকে জাগিয়ে তুলুন। তাদেরকে দ্বীন আঁকড়ে থাকার এবং কোরআন ও সুন্নাহর সাথে জুড়ে থাকার শিক্ষা দিন। জেগে উঠুন এবং জাতিকে প্রজ্ঞা ও দরদের সাথে এটা বুঝিয়ে দিন যে, দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও মুক্তির জন্য ইসলামী শরীয়াতের শতভাগ বাস্তবায়নই হচ্ছে একমাত্র পথ। ইসলামী শরীয়াতকে ব্যক্তিজীবনে মেনে চলার সাথে রাষ্ট্রীয় জীবনেও প্রতিষ্টা করার মধ্যেই নিহিত আছে এই জাতির সকল সমস্যার সমাধান। উঠে দাঁড়ান এবং ইহুদী-নাসারাদের এজেন্টদের নিয়ন্ত্রণ থেকে ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ও আইনের আধিপত্য থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য দাওয়াত এবং আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের এক চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করে দিন।

আল্লাহ আপনাদের রক্ষা করুন ও সাহায্য করুন। আল্লাহ যেন সমাজের খালেস মানুষদেরকে আপনাদের চারপাশে জড়ো করে দেন। আল্লাহ আপনাদের কাজে বরকত দান করুন। আমীন। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম।
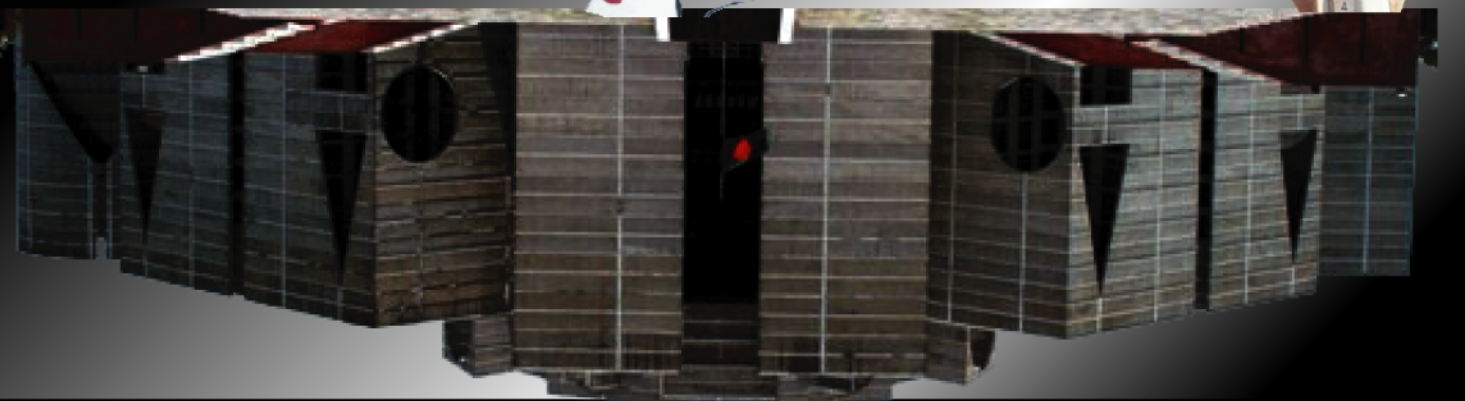
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

হে মুমিনগণ! ঐ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের নিকটবর্তী, যেন তারা তোমাদের মাঝে কঠোরতা খুঁজে পায়, আর জেনে রাখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (সূরা তাওবা ১২৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ

"হে মুমিনগণ! ঐ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের নিকটবর্তী।"

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তারা যেন প্রথমে ঐ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে যারা ইসলামের কেন্দ্রস্থলের অধিক নিকটবর্তী, আর এ জন্যই রাসুল (সাঃ) সর্বপ্রথম আরব উপদ্বীপের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন যারা ছিল ইসলামের কেন্দ্রস্থলের অতি নিকটবর্তী। অতঃপর যখন তাদের সাথে যুদ্ধ শেষ হলো মক্কা, মদীনা, তায়েফ, ইয়েমেন সহ অন্যান্য আরব ভূখন্ডে আল্লাহ তায়ালা বিজয় দান করলেন এবং আরব গোত্রগুলো দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো, তখন তিনি আহলে কিতাবদের (ইহুদী, খ্রিষ্টান) সাথে যুদ্ধের পরিকল্পনা করলেন। তিনি (সাঃ) আরব উপদ্বীপের নিকটবর্তী ভূখন্ড রোমের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করলেন ।

وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً

"যেন তারা তোমাদের মাঝে কঠোরতা খুঁজে পায়"।

ব্যাখ্যা: অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন কাফেররা যেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তোমাদের মাঝে কঠোরতা অনুভব করে, কেননা প্রকৃত মুমিন তো সেই ব্যক্তি যে তার মুমিন ভাইয়ের প্রতি সহানুভূতিশীল আর তার শত্রু কাফেরদের প্রতি কঠোর। যেমন আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

অর্থ: *"অচিরেই আল্লাহ এমন এক জাতিকে নিয়ে আসবেন যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে। যারা মুমিনদের ব্যাপারে হবে সহৃদয় আর কাফেরদের ব্যাপারে হবে কঠোর। (সূরা মায়েদা ৫: ৫৪)।"*

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন ঃ

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

অর্থ: *"আল্লাহ্‌র রাসুল ও তাঁর সাথীগণ কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর এবং পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতিশীল। (সূরা ফাতহ ২৯)"*

অপর আয়াতে এসেছে ঃ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

অর্থ: *"হে নবী আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করুন" (সূরা তাওবা, ৭৩ ও সূরা তাহ্‌রীম, ৯)*

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

অর্থ: *"জেনে রাখো নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।"*

ব্যাখ্যা: তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে ক্বিতাল করো আর আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করো। আর যেনে রাখো তোমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁকে ভয় করো তাহলে তাঁর সাহায্য তোমাদের সাথেই আছে। (তাফসীর ইবনে কাসীর)

ইমাম আওলাকী (রহঃ) এর শাহাদাত

ইলম, দাওয়াত ও জিহাদে সুরভিত একটি জীবনের পরিসমাপ্তি

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে বিশাল এক মসজিদ। এটি আমেরিকার বড় বড় মসজিদ সমূহের মধ্য থেকে একটি। জুমুআর দিন মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছেন এক খতীব। হালকা পাতলা শ্মশ্রু মন্ডিত এক তরুণ। শ্রোতারা তন্ময় হয়ে তাঁর কথা শুনছে। ইংরেজি সাহিত্যে অপূর্ব দক্ষতা এই তরুণের। শুধু সাহিত্য মানই নয় বরং যেভাবে তাঁর কথার মাঝে পাওয়া যায় সুগভীর জ্ঞানের নির্দশন, ঠিক তেমনি ভাবে তথ্য ও যুক্তি প্রমাণে মেশানো এক অভিনব উপস্থাপনা। তিনি হলেন এই একবিংশ শতাব্দীর মহান দায়ী, মুজাহিদ, শহীদুদ দাওয়াহ শাইখ আনোয়ার বিন নাসীর আল-আওলাকী (রহঃ)। তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন নিউ মেক্সিকোতে, তাঁর পিতা-মাতা ছিলেন ইয়েমেনী। ইয়েমেনে তাঁর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। তিনি ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান সেখানেই অর্জন করেন। অতঃপর চলে আসেন আমেরিকায়, ইমাম ও খতীব হিসাবে দায়িত্ব নেন মসজিদুল আনসারে। সাথে সাথে কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিএসসি ডিগ্রি এবং সানডিয়েগো ইউনিভার্সিটি থেকে এডুকেশন লিডারশীপে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। কিন্তু তিনি এটা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন যে, মূলতঃ বাস্তব জ্ঞানের মূল উৎস হলো কোরআন ও সুন্নাহ, সে কারণে তিনি গভীরভাবে কোরআন অধ্যয়নে লিপ্ত হন। আর তাঁর কোরআন তিলাওয়াতও ছিল সুমধুর। তিলাওয়াতের উপর তিনি স্বীকৃতি সনদও লাভ করেছিলেন। তাফসীরের বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় তাফসীর ছিল ইবনে কাসীর ও সাইয়্যেদ কুতুব (রহঃ) এর তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন। হাদীসের প্রতিও ছিল তাঁর অত্যধিক আগ্রহ। তিনি সহীহ বুখারীর দরস নেওয়ার জন্যে ইয়েমেন সহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় সফর করেন এবং হাদীসের উপর উচ্চতর সনদ লাভ করেন। ইলমে ফিকহে তাঁর ডক্টরেট ছিল ফিকহে শাফেয়ীর উপর। তিনি পড়তে ভালোবাসতেন। ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) এর আত্মশুদ্ধিমূলক কিতাব মাদারিজুছ ছালেকীন তিনি অধ্যয়ন করতেন এবং গভীর চিন্তায় হারিয়ে যেতেন। এছাড়া তিনি আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, তারিখে ইবনে আছাকীর, তারীখুল ইসলামী ও খৃষ্ট ইতিহাসের অন্যান্য গ্রন্থ থেকে ইতিহাসের ইলম অর্জন করতেন। ইলম অর্জন যেন তাঁর নেশায় পরিণত হয়েছিল। তিনি নামাজ আদায় ও জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত গ্রন্থাগার থেকে বের হতেন না। আর তিনি ইলম অর্জন করতেন আমলের জন্যেই। একারণেই আল্লাহ তাআলা তাঁকে অনেক অনেক মর্যাদা দান করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদের মর্যাদাকে অনেক উন্নীত করেছেন।”
(সূরা মুজাদালাহ, ৫৮: ১১)

তাঁর জীবনের একটি অন্যতম অধ্যায় হলো - দাওয়াহ তথা আল্লাহর দিকে আহবান। তিনি ইংরেজি ও আরবী উভয় ভাষায় খুতবা দিতেন। তাঁর ভাষা ছিল হৃদয়স্পর্শী। বয়ানের প্রভাব ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। পশ্চিমা বিশ্বের শত শত যুবক তার বয়ানে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের জীবন বদলে ফেলেছে। যাদের রাত কাটতো নারী ও মদ নিয়ে, গভীর রাতে আজ তাদের ঘর থেকে ভেসে আসে তিলওয়াতের সুর। দুনিয়াপ্রেমী এই যুবকগুলো আজ শাহাদাত পিয়াসী। তারা বদলে ফেলেছে নিজেদেরকে এবং বদলাতে চায় সারা পৃথিবীকে। এই হাজারো যুবকের একজন ছিলেন নিদাল হাসান। তিনি ছিলেন মার্কিন সেনা

বাহিনীতে কর্মরত এক মডারেট মুসলিম যুবক। শাইখের ভাষণ তাঁর চেতনা ফিরিয়ে আনে। তাঁর মাঝে চলে আসে আমূল পরিবর্তন। তিনি দ্বীন ইসলামকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেন। শাইখের কথা কাফেরদের এত অমূল্য ক্ষতি সাধন করে যা হয়তো কাফেররা কখনোই ভুলবে না। কেননা আজ আমেরিকা, বৃটেন ও অন্যান্য পশ্চিমা রাষ্ট্রে মুসলিম তরুণদের মধ্যে যে জাগরণ, তার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো শাইখ আওলাকীর ইংরেজি খুতবা। কেননা ইংরেজি ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর শত শত বয়ান সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে, যা আজও যুবকদের অন্তরে আন্দোলন সৃষ্টি করছে। হারানো চেতনা ফিরিয়ে আনছে, নিভু নিভু ঈমানকে শানিত করছে। ইংরেজি ভাষায় তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় খুতবা গুলো হলোঃ

Lives of the Prophets, The Hereafter, The Life of Muhammad (saws), The Life and Times of Abu Bakr Al-Siddique (ra), The Life and Times of 'Umar Ibn Al-khattab (ra), The Story of Ibn Al-Akwa (ra), Constants in the Path of Jihad.

৯/১১ এর পর যখন বিশ্বব্যাপী কাফেররা মুসলমানদের ভূমি দখল ও বিভিন্ন ভাবে মুসলমানদের উপরে জুলুম নির্যাতন করতে থাকে, তখন শাইখ মাতৃভূমি ইয়েমেনে চলে যান, যেখানে তাঁর দাওয়াহ পূর্বেই পৌঁছেছিল এবং বিভিন্ন জিহাদী কার্যক্রম চলছিল। তিনি ইয়েমেনে দাওয়াত, এ'দাদ ও জিহাদের কাজে সময় ব্যয় করতে থাকেন। এতে অবিশ্বাস্য রকমের সাড়া পড়ে যায় সারা দেশে।বিপ্লব ও বিদ্রোহের ঢেউ খেলে যায় যুবকদের মাঝে। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ তা সইতে পারে না। ইয়েমেন সরকারকে চাপ দেয় তাঁকে গ্রেফতারের জন্য। অবশেষে শাইখের উপর নেমে আসে সেই পরীক্ষা, যে পরীক্ষা দিতে হয়েছে যুগে যুগে সত্যের দিকে আহবানকারীদেরকে। গ্রেফতার হলেন শাইখ। বন্দী হলেন জালিমের কারাগারে। কারাগারে তিনি নীরবে তিলাওয়াত, নামাজ, কিতাব অধ্যয়নে সময় কাটাতে লাগলেন, তাই এই বন্দী দশা তাঁর ইলম ও ফিকহকে আরও বৃদ্ধি করে।

শাইখ আনোয়ারের পরিবার ছিল অনেক প্রভাবশালী। তারা সরকারকে তাঁর মুক্তির জন্য চাপ দিতে থাকে। অপরদিকে আল্লাহর অশেষ রহমতে ইয়েমেনী প্রশাসন ও মার্কিন তদন্তকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর কোন অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়। তাই তারা তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। কারাগার থেকে বের হবার পর শাইখের উদ্দীপনায় সামান্যতম ভাটা পড়েনি। বরং তা আরও বেড়ে যায়। তিনি পূর্ণভাবে ক্বিতালের ময়দানে মনোনিবেশ করেন এবং মুজাহিদীনরা ইয়েমেনের অনেক এলাকায় ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। যাতে শুধু একমাত্র আল্লাহরই বিধান পরিচালিত হচ্ছিল।

এভাবেই জয়, পরাজয়, আনন্দ, বেদনা, আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণের মধ্য দিয়ে সময় কেটে যাচ্ছিল তাঁর। কিন্তু মার্কিনীদের নেতৃত্বাধীন ন্যাটো বাহিনী তা সহ্য করতে পারছিল না। তাই তারা সেখানে ড্রোন আক্রমণ শুরু করে, যাতে অনেক মুজাহিদ শাহাদাতের সুধা পান করেন।

একদিন রাত্রিবেলা মুজাহিদীনগণ স্বীয় ক্যাম্পে ছিলেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন কানফাটা আওয়াজ, জমিন থরথর করে কেঁপে উঠল, যেন পুরো শহরে ভূমিকম্প হলো। সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন, কেননা তখন শাইখ ক্যাম্পের বাহিরে সফরে ছিলেন। ফজরের নামাজের পর মুজাহিদীনগণ সকলেই চিন্তিত ছিলেন। হঠাৎ শাইখ সেখানে উপস্থিত হলেন, তাঁর চেহারায় মুচকি হাসি। মুজাহিদীনগণ তাঁর হাসি দেখে বুঝতে পারলেন যে, এই আক্রমণের লক্ষ্য তিনিই ছিলেন। কিন্তু শত্রুরা ব্যর্থ হয়। ঘটনাটি ছিল- শাইখসহ কয়েকজন মুজাহিদ গাড়িতে করে সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ করে তাঁরা ভীষণ বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেলেন, যাতে শাইখের গাড়ির কাঁচ ভেঙ্গে গেলো। শাইখ ভাবতে লাগলেন হয়তো তাঁর গাড়ির উপরই এ্যাটাক হয়েছে। তিনি রাহবারকে আদেশ দিলেন গাড়ি দ্রুত চালাতে যাতে বিপদসংকুল স্থান তাড়াতাড়ি পার হওয়া যায়। সকলেই গাড়ি দ্রুত চালানোর কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। শাইখ তাঁর ড্রাইভারকে আদেশ দেন জনপদ থেকে দূরে ফাঁকা স্থান দিয়ে গাড়ি চালানোর জন্য, যাতে মুসলমানদের জান-মালের কোন ক্ষতি না হয়। অতঃপর তাঁরা একটি উপত্যকার দিকে রওনা করেন যেখানে ঘন গাছপালা ছিল। ড্রাইভার গাড়ি থামায়। সকলে গাড়ি থেকে বের হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। মার্কিন ড্রোন গাড়ির উপর ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায়। শাইখ এবং তাঁর সাথীগণ একটি পাহাড়ী ঢালে অবস্থান নেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো এই ভয়ানক লোমহর্ষক পরিস্থিতিতে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েন এবং ফজর পর্যন্ত ঘুমান। এটা আল্লাহর আয়াতেরই বাস্তব প্রমাণ। আল্লাহ বলেনঃ

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ

"তারপর তিনি তোমাদের উপর দুশ্চিন্তার পর নাযিল করলেন প্রশান্ত তন্দ্রা"
(সূরা আলে ইমরান, ০৩: ১৫৪)

শাইখকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "আপনি কিভাবে ঘুমালেন অথচ ড্রোন আপনার মাথার উপর ছিল?" শাইখ বলেন, "জানি না কিভাবে, তবে তন্দ্রা অনুভব করছিলাম, ফলে ঘুমিয়ে পড়ি।" শাইখকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "কয়টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছিল?" শাইখ বললেন, "প্রায় ১০ থেকে ১১টি।" শাইখকে তাঁর এক প্রিয় ব্যক্তি গোপনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "শাইখ! এই আক্রমণের সময় আপনার অনুভূতি কেমন ছিল?" শাইখ জবাব দিলেন, "আমি আমার ধারণার চেয়ে অনেক সহজ অনুভব করেছি। তোমার হয়তো প্রথমে কিছুটা ভয় লাগবে, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তোমার উপর সাকিনা (প্রশান্তি) নাযিল করবেন।" এরপর তিনি বললেন, "এবার ১১টি ক্ষেপনাস্ত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, কিন্তুএরপর হয়তো প্রথমটিই তার লক্ষ্যস্থির করে ফেলবে।" আসলেই তার কথা সত্যি হলো। এর কিছুদিন পর শাইখের উপর ড্রোন আক্রমণ হয়,ড্রোন তার প্রথম চেষ্টাতেই লক্ষ্যস্থির করে ফেলে। শাইখ শাহাদাতের কোলে ঢলে পড়েন। পরিসমাপ্তি ঘটে ইলম, দাওয়াত, জিহাদ, বিপ্লব ও বিদ্রোহে মিশ্রিত একটি জীবনের। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন।
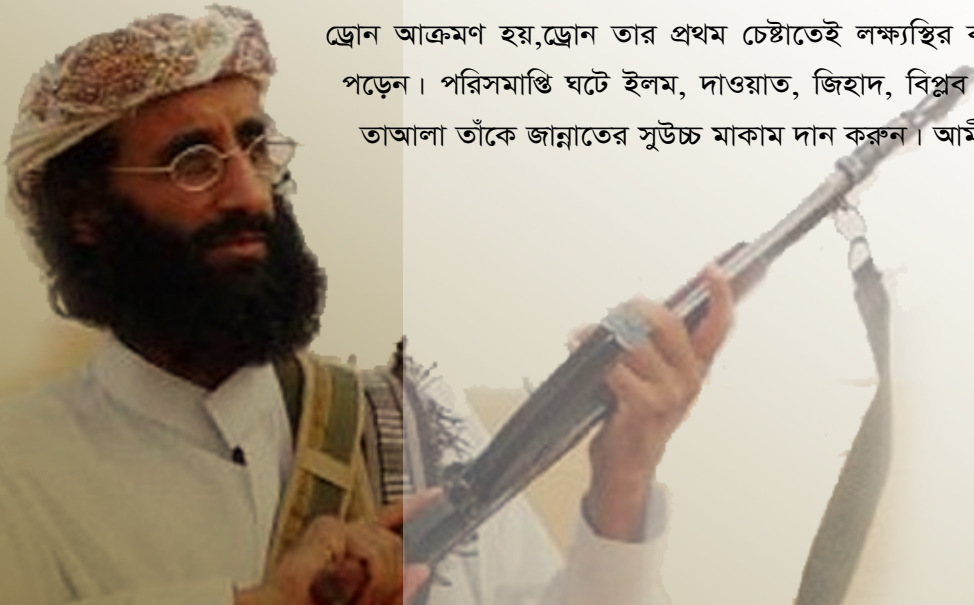
ফালুজায় কাটানো আমার জীবন

হাশিম আল হিন্দী (দাঃ বাঃ)

ফালুজার বাসিন্দাদের উপর নেমে আসা দুর্যোগের খবর হয়তো আপনার কাছে পৌঁছে থাকবে, কোন রকম পার্থক্য ছাড়া নারী-শিশুদের এলোপাতাড়ি হত্যা, রাসায়নিক অস্ত্র-ফসফরাস ব্যবহার, সেই সাথে এফ-১৬ এবং সি-১৩০ দিয়ে নির্বিচারে গুলি ও বোমা হামলার খবর। এসব কিছু আমেরিকান বাহিনী কর্তৃক শহরটি অবরোধ করার আগেই ঘটেছিল। রমযানের ৮ তারিখে আমেরিকান বাহিনী ফালুজার বাসিন্দাদেরকে হুঁশিয়ারি দিয়ে লিফলেট বিলি করে। লিফলেট গুলোতে ছিল একটি এ্যাপাচি হেলিকপ্টারের ছবি, আর তার নীচে ইংরেজিতে লেখা একটি বিবৃতি, যার অর্থ ছিল এরকম যে, তারা এলোপাতাড়ি বোমা হামলা অব্যাহত রাখবে এবং ঘর খালি করার জন্য বাসিন্দাদের হাতে চার দিন মাত্র সময় বাকি! কারো কোনো রকম ক্ষতির দায় দায়িত্ব আমেরিকানরা নেবেনা। সুতরাং যে আক্রান্ত হতে চায় না তার উচিত শহর ছেড়ে চলে যাওয়া। এগুলো ধামাচাপা দেওয়ার জন্য মিডিয়া মিথ্যাচার করে দাবি করে যে, আমেরিকানরা শুধু সন্ত্রাসীদের লক্ষ্য করে হামলা চালায়, কিন্তু এর স্বরূপ আমাদের সবার ভাল করেই জানা আছে। এরপর ফালুজার সাধারণ মানুষ শহর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করে। তাদের মাঝে আমরা সহৃদয়তা ছাড়া আর কিছু দেখিনি, আর তা ছিল এই পর্যায়ের যে, তারা তাদের ভাইদেরকে তাদের ঘরের চাবি দিয়ে যায় এই বলে যে, "আমাদের ঘরবাড়ি তোমাদেরই ঘরবাড়ি, তোমরা যেভাবে চাও সেগুলো ব্যবহার করো।" বাসিন্দাদের ছেড়ে যাওয়া খালি শহরে প্রায় ৮৫০ জনের মত মুজাহিদীন ছিলেন, আর ছিল এক বৃদ্ধ মহিলা যার মেয়ে শহর ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি। কারণ হিসেবে সে বলেছে যে, সে মুজাহিদীনদের সেবা করতে চায়। সে তাদের কাপড় ধুয়ে দিতো, পানি যোগাড় করে দিতো, আর তাদের জন্যে খাবার রান্না করে দিতো। সত্যিকার যুদ্ধ শুরু হয় ১২ তারিখে, শত্রুরা সকাল বেলা নির্বিচারে বোমা বর্ষণ শুরু করে। কিন্তু সকল প্রশংসা আল্লাহর! ভাইদের আগেই তৈরি করে রাখা ট্রেঞ্চে প্রস্তুত ছিল। পরে আমেরিকানরা তাদের কৌশল বদলিয়ে রাতে বোমা হামলা শুরু করে, আর দিনে শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে । মুজাহিদীন ভাইয়েরা দিনের বেলা শত্রুদের সাথে লড়াই করছিল, আর প্রচুর সংখ্যক শত্রুকে মাটিতেই হত্যা করছিল। লড়াই এর বেশীর ভাগই আল-জুলান আর সিনাই জেলায় হচ্ছিল। লড়াই চলছিল, আর শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার সময় ঘটে চলছিল অনেক বিস্ময়কর ঘটনা। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য হিসেবে ভাইরা অসাধারণ কিছু অলৌকিক অভিজ্ঞতা অর্জন করছিল, যা তাদেরকে আরো দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ করছিল আর এই অলৌকিক ব্যাপারগুলো বিভিন্ন রকমের ছিল। কিছু ঘটনা ছিল এমনই যে, নিজের চোখে দেখেনি এরকম ভাইদের সেগুলো বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে। কিন্তু এ হচ্ছে আল্লাহরই অনুগ্রহ যা তিনি যার উপর চান বর্ষণ করেন। এখন আমি শত্রুর সাথে যুদ্ধের কিছু কাহিনী আর ভাইদের সাথে ঘটে যাওয়া কিছু অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করতে চাই। আমি শুরু করবো এরকম কিছু অলৌকিক ঘটনা দিয়েঃ এক ভাই ছিল যার নাম আবু যুবাইর সানায়ী, যুদ্ধের শুরুর দিকে কোন একদিন সে মারা গিয়েছিল। দিনের বেলায় আমরা শত্রুর সাথে লড়াই করতে বের হতাম। রমযানের শুরুতে গরম আবহাওয়ায় আমাদের নিদারুণ কষ্ট হতো, সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে আসতো। তো সেই ভাই বিকাল বেলা আসলো, আর আমীরের কাছ থেকে রোযা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি চাইল। আর অন্য ভাইরা তাকে ধৈর্য্য ধরতে বলল, আর উপদেশ দিল গোসল করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে। ক্লান্তির কারণে ঐ ভাই ভিতরে চলে গেল ঘুমানোর জন্য আর আমরা বাড়ির সামনে বসেছিলাম। সে বেশীক্ষণ ঘুমায়নি, আমরা তাকে দেখলাম হাসিমুখে আমাদের দিকে আসতে। সে বলল, ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখেছে। ভাইয়েরা তাকে জিজ্ঞেস করলো যে, সে কি দেখেছে? সে বলল যে, একজন সুন্দরী নারী তার দিকে এগিয়ে আসছে নানা রকমের ফল ভর্তি থালা নিয়ে। সে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলছে, সে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলছিল, "ও আবু যুবায়ের! তুমি রোযা ভেঙ্গো না, আজকে তুমি আমাদের সাথে ইফতার করার জন্যে আমন্ত্রিত।" ঐ ভাই বলল যে, সে এরপর থেকে আরাম বোধ করছে। আবু তারিক নামে এক ভাই ছিল যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতো। সে বলল ''আল্লাহর কসম! এটা ভালো কিছুর লক্ষণ''। এর পর ঐ ভাই রোযা না ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিল। আমাদের বারো জনের উপর রান্না করার জন্যে দিন নির্ধারণ করা ছিল, আর ঐ দিন ছিল তার দায়িত্ব। সে রান্নাঘরে চলে গেল, আর আমরা বাহিরের ঘরের দেয়ালের ছায়ায় অবস্থান করছিলাম, যাতে গোয়েন্দা বিমান আমাদের দেখতে না পায়। ইফতারের কিছু মুহূর্ত আগ পর্যন্ত আমরা ঐভাবে ছিলাম। হঠাৎ দিগন্তে একটা এফ-১৬ জেট বিমান দেখা গেল, আর সেটা রান্নাঘরকে লক্ষ্য করেই একটা মিসাইল ছুড়লো, যেখানে ঐ ভাই অবস্থান করছিল। ধুলো কমে এলে আমরা রান্নাঘরে গেলাম, আর দেখলাম ঐ ভাই শহীদ হয়েছে, রান্না ঘরের পুরোটা জুড়ে একটা সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল যা ছিল বিস্ময়কর, আর ভাইটির মুখে ছিল অদ্ভুত সুন্দর এক হাসি। এই ঘটনা অবলোকন করে অন্য ভাইদের সংকল্প আরো দৃঢ় হল, তারা তাকবীর দিতে লাগলো, এটা ছিল সে সমস্ত মুহূর্তগুলোর একটি যা কখনোই ভুলবার নয়।

জিহাদে শরীক হবার ৪৪টি উপায়

ইমাম আনোয়ার আল-আওলাকী (রঃ)

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ
عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

“তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের কাজের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাহে, এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ জালেম লোকদের হিদায়াত করেন না। যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহর নিকট মহা সম্মান আর তারাই সফলকাম।”

(সুরা তাওবা : ১৯,২০)

১. জিহাদের জন্য বিশুদ্ধ নিয়্যত থাকা।

২. শাহাদাত পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।

৩. নিজের মাল (অর্থ-সম্পদ) দ্বারা জিহাদ করা।

৪. মুজাহিদীনদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা।

৫. একজন মুজাহিদকে আর্থিক সহযোগিতা করা।

৬. একজন মুজাহিদের পরিবারকে দেখা-শোনা করা।

৭. শহীদের পরিবারের সহযোগিতা করা।

৮. জেলের মধ্যে বন্দী মুজাহিদীনদের পরিবারের দেখা-শোনা করা।

৯. মুজাহিদীনদের যাকাত প্রদান করা।

১০. মুজাহিদীনদের মনোবল বাড়ানো এবং তাদের উৎসাহ প্রদান করা।

১১. মুজাহিদীনদের যে কোন প্রকার চিকিৎসা সহযোগিতা করা।

১২. মুজাহিদীনদেরকে সমর্থন করা এবং তাদের পক্ষে উঠে দাঁড়ানো।

১৩. পশ্চিমাদের মিডিয়ার মিথ্যা প্রপাগান্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

১৪. মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করা।

১৫. জিহাদের ব্যাপারে অন্যদেরকে উৎসাহ প্রদান করা।

১৬. মুজাহিদীনদের নিরাপত্তা দেয়া এবং তাদের গোপনীয়তাকে হেফাজত করা।

১৭. মুজাহিদীনদের জন্য দোয়া করা।

১৮. জিহাদের ব্যাপারে সঠিক খবরা-খবর রাখা এবং তা প্রচার করা।

১৯. মুজাহিদ আলেমদের বই, লেকচার এবং রচনা প্রচার করা।

২০. মুজাহিদীনদের পক্ষে ফাতওয়া প্রদান করা।

২১. আলেম এবং ইমামদের কাছে মুজাহিদীনদের খবরা-খবর পৌঁছে দেয়া।

২২. শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করা।

২৩. অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ নেয়া।

২৪. প্রাথমিক চিকিৎসার (ফার্স্ট এইড) প্রশিক্ষণ নেয়া।

২৫. ফিকহুল জিহাদের জ্ঞান অর্জন করা।

২৬. মুজাহিদীনদের রক্ষা করা এবং তাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা করা।

২৭. আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যেই ঘৃণা (আল ওয়ালা ওয়াল বারা) এর আক্বীদার প্রচার করা।

২৮. মুসলিম বন্দীদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব গুলো পালন করা।

২৯. সুন্দর ওয়েবসাইট বানিয়ে তার মাধ্যমে জিহাদের খবরাখবর, সাহিত্য, ফিক্বহুল জিহাদ ইত্যাদি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়া।

৩০. আমাদের সন্তানদেরকে জিহাদ ও মুজাহিদীনদের প্রতি ভালোবাসা শেখানো।

৩১. আরাম-আয়েশের জীবন পরিত্যাগ করা।

৩২. ঐ সকল যোগ্যতা অর্জন করা যা মুজাহিদীনদের কাজে লাগে।

৩৩. যে সকল জামা'আত জিহাদ করছে তাদের সাথে নিজেকে শরীক করা।

৩৪. হক্ব আলেমদের দিকে অন্যদের দিক নির্দেশনা দেয়া।

৩৫. হিজরতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

৩৬. হক্ব আলেমদের ব্যাপারে অন্যদের অবহিত করা।

৩৭. মুজাহিদীনদের উপদেশ গ্রহণ করা।

৩৮. ফিতনা সম্পর্কিত হাদীস সমূহ অধ্যয়ন করা।

৩৯. বর্তমান যুগের ফেরাউন ও তার জাদুকরদের মুখোশ উন্মোচন করা।

৪০. মুজাহিদীনদের জন্য নাশিদ তৈরী করা।

৪১. শত্রুদের পণ্য বয়কট করা।

৪২. আরবী ভাষা শিক্ষা করা।

৪৩. জিহাদ সম্পর্কিত সাহিত্য ও জ্ঞানকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা।

৪৪. " তাইফাহ আল মানসূরাহ" কিংবা "বিজয়ী দল" এর বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে অন্যদের শিক্ষা দেয়া।

শুহাদার কানন

‘‘শাহাদাত একটি বৃক্ষ, যাতে ফল ধরে এবং তা পেকে যায়, অতপর ফল পাড়ার সময় হয় এভাবেই আল্লাহর বান্দারা বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে এক উঁচু স্তরে উপনিত হয়। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের মধ্য থেকে শহীদদেরকে নির্বাচন করেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ

অর্থ ঃ ‘‘তিনি তোমাদের মধ্য থেকে শহীদদের নির্বাচন করেন।’’

জাযিরাতুল আরবে শাহাদাত বৃক্ষে ফল পেকে গেছে এবং ফল পাড়ার সময় হয়েছে তাই আল্লাহ তা‘আলা তাদের মধ্য থেকে শহীদদেরকে গ্রহণ করছেন। আল্লাহ তা‘আলা যদি কাউকে শহীদ রূপে গ্রহণ করেন তাহলে সেটাতো তার সম্মান, আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ, এটা ধ্বংস নয় এটা কোন ভাবেই ধ্বংস নয়।’’

‘‘আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর জন্যে ক্বিতাল করছি। যাতে আল্লাহর কালিমা সুউচ্চ হয় আর কুফ্‌ফারদের কালিমা হয় নীচু। যাতে ফিলিস্তিন সহ অন্যান্য ভূ-খন্ডে মজলুমরা জুলুম থেকে নিস্তার পায়। আর এই বিষয়টি সুস্পষ্ট। সুতরাং কোন জ্ঞানী মুসলমানের জন্যে উচিত হবে না সে কোন প্রকার অপব্যাখ্যা বা অপপ্রচারের ফাঁদে পা দিবে। কেননা এটাই ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভয়ানক সূক্ষ্ম ও জটিল ক্রুসেড। আল্লাহর ইচ্ছায় আমেরিকার পতন অতি সন্নিকটে, আর আমেরিকার পতন এই দূর্বল বান্দার উপস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত নয়, (আমেরিকার পতন হবেই) চাই উসামা জীবিত থাকুক বা নিহত হোক। আর আল্লাহর অনুগ্রহে জাগরণ শুরু হয়ে গেছে। ’’

‘‘আমেরিকা শুনে রাখ ! আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দ নিহত হোক বা জীবিত থাকুক, তানজীমে আল-কায়েদা শেষ হয়ে যাক অথবা বাকি থাক। তোমাদের খুশি হওয়ার কিছুই নেই, কারণ তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলবেই, তোমাদের ও আমাদের মধ্যকার এ যুদ্ধ বন্ধ হবে না। জেনে রাখ, সাহসী, উদ্যমী, পরিশ্রমী ও আত্ম-উৎসর্গকারী এমন একদল যুবক তোমাদের বিরুদ্ধে গঠিত হচ্ছে যারা মৃত্যুকে তেমনি ভালোবাসে যেমনটি ভালোবাসে তোমাদের সৈন্যরা শরাবকে।’’

‘‘নিশ্চই আমরা আমাদের পথ ও পন্থা চিনেছি এবং আমাদের পদ্ধতি বেছে নিয়েছি। ঐ মহান আল্লাহর শপথ! যিনি আসমান সমূহকে খুঁটি বিহীন উত্তোলন করেছেন। আমরা তোমাদের (শহীদদের) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবো না এবং তোমাদের প্রবাহিত রক্তের সাথে খিয়ানত করবো না। আমরা সে পথ ছেড়ে দেবো না যে পথে আমাদের এক সাথে কেটেছে অনেকগুলো বছর। আর আমাদের পক্ষে এমন রক্তের সাথে খিয়ানত করা কিভাবেই বা সম্ভব? যা প্রবাহিত হয়েছে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর বিজয়ের জন্যে। ’’

আমার হৃদয় ও অনুভূতি জুড়ে রয়েছে জিহাদ, পবিত্র জিহাদ।
- শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম (রঃ)

আল্লাহর শপথ! আমরা হাঁটুর উপর হামা গুড়ি দিয়ে হলেও তোমাদের সাহায্য করতে থাকবো, যতক্ষণ পযর্ন্ত না আমরা সেই স্বাদ গ্রহণ করতে পারি যে স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)। - শাইখ উসামা বিন লাদেন (রঃ)

আমি সেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর নামে শপথ করছি, যিনি আসমানকে স্তম্ভ ছাড়া সৃষ্টি করেছেন। যতদিন পর্যন্ত না ফিলিস্তিনীরা শান্তিতে বসবাস করতে পারছে এবং কাফের সৈন্যরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র ভূমিকে পরিত্যাগ করছে ততদিন পর্যন্ত আমেরিকানরাও শান্তিতে থাকার স্বপ্ন দেখতে পারবে না। - শাইখ উসামা বিন লাদেন (রঃ)

যদি তোমাদের বাক স্বাধীনতায় কোন বিধি-নিষেধ না থাকে তবে তোমরা আমাদের কর্ম স্বাধীনতার জন্য তোমাদের অন্তর উন্মুক্ত রাখো। শাইখ উসামা বিন লাদেন (রঃ)

আমি যদি নাও থাকি তবুও জিহাদ চলবেই। - শাইখ উসামা বিন লাদেন (রঃ)

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ব্যাপারে মিথ্যাচার যদি হয় তোমাদের অধিকার তাহলে আমাদেরও অধিকার রয়েছে আমরা তাঁর সম্মান রক্ষা করবো। যদি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে অবমাননা করা হয় তোমাদের বাক স্বাধীনতার অংশ তাহলে তোমাদের হত্যা করাও আমাদের দ্বীনের অংশ। - শাইখ আনওয়ার আল আওলাকী (রঃ)

হয় ইজ্জতের জীবন অথবা ইজ্জতের মৃত্যু এ দুইয়ের কোন বিকল্প নেই। - ইমাম শামিল (রঃ)

শাইখ উসামা (রহ.) আমাদের অনুপ্রেরণা

২০১১ সনের ৩রা মে। টিভি পর্দায় বারবার ভেসে উঠছে তাগুত প্রধান ইউ.এস প্রেসিডেন্টের চেহারা। ঘোষণা হচ্ছে, হে আমেরিকাবাসী সুসংবাদ গ্রহণ কর, সে নেই, তাকে আর পৃথিবীর বুকে বিচরণ করতে দেখা যাবে না।

ঘোষণা শোনা মাত্রই বিশ্বব্যাপী কুফ্‌ফারদের চেহারায় ভেসে উঠলো খুশির চিহ্ন, রাজপথগুলো ভরে গেল আনন্দ মিছিলে, নারী ও মদ নিয়ে মেতে উঠল ইসলাম বিদ্বেষীরা।

অপর দিকে মুসলিম বিশ্বে নেমে এলো শোকের ছায়া, চোখগুলো ভরে উঠলো অশ্রুতে, বুকগুলো জমে গেল বেদনায়, ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল মজলুমের হৃদয়। মুসলিম তরুণরা একে অপরকে শোনাতে লাগলো সান্ত্বনার বাণী।

কে ছিলেন তিনি? কি ছিল তার পরিচয়? যার চলে যাওয়ায় পৃথিবীর মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত। কারো বহে আনন্দের ফোয়ারা আর কারো হৃদয়ে উঠে বেদনার ঝড়।

তিনি হলেন মহান শাইখ মুজাহিদ কমান্ডার আত্মত্যাগী মুহাজির আবু আব্দুল্লাহ উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেন (রহঃ)। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন মজলুমের সহায় অপর দিকে ছিলেন তাগুত কাফিরদের আতংক। যিনি দ্বীনের জন্যে তাঁর সর্বস্ব কুরবান করেছিলেন। তিনি ছিলেন এমন এক মহৎ জীবনের অধিকারী যাতে ছিল সংগ্রাম, উদ্দম, সংকল্প, ধৈর্য্য, উৎসাহ, সততা, এখলাস, মহত্ব, বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, হিজরত ও জিহাদ। তিনি ছিলেন একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর ছেলে, জন্ম নিয়ে ছিলেন অর্থ-প্রাচুর্য আর বিলাসিতার মাঝে, কিন্তু তিনি তাঁর বিলাসী জীবনের উপর প্রাধান্য দিলেন জিহাদী জীবনকে। সুউচ্চ প্রাসাদ ছেড়ে দিয়ে বেছে নিলেন পাহাড়ী গিরিপথ। একঝাঁক নওজোয়ানকে সাথে নিয়ে গঠন করলেন তানযীম আল কায়েদা। যে কাফেলার প্রতিটি সাথী তাওহীদের বিশ্বাসে বলিয়ান, দুর্জয়, নির্ভিক, সাহসী, উদ্দমী, অনুগত, আপোষহীন, শাহাদাত পিয়াসী। মুখোমুখী হলেন তৎকালীন পরাশক্তির দাবীদার সোভিয়েত বাহিনীর, লড়াই করলেন অদম্য স্পৃহায়। কখনো নিজেদের রক্ত ঝরছে কখনো বা শত্রুদের, কোন কোন সাথী যোগ দিচ্ছিলেন শহীদী কাফেলায়, কাফেলা এগিয়ে চলছে বিরামহীনভাবে। তাঁর চলার গতিতে বিরতি নেই, নেই শ্লথ। পতন ঘটল সোভিয়েত বাহিনীর, ভেংগে গেল সোভিয়েত ইউনিয়ন, মুক্ত হল আফগান, দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর পুনরায় পৃথিবী দেখতে পেল ইসলামী ইমারাহ। কিন্তু আল্লাহদ্রোহী শক্তি মেনে নিতে পারলো না ইসলামী ইমারাহ, তাই মিডিয়ায় মিথ্যা প্রপাগান্ডা ও অপপ্রচার চালাতে লাগলো। আমেরিকার অন্ধভাবে ইসরাইলের পক্ষ নেয়া এবং জাযিরাতুল আরবে তাদের নাপাক সেনাদের অনুপ্রবেশের কারণে পূর্বেরই কিছু দেনা-পাওনা বাকি ছিল, আবার তার সাথে সাথে ইসলামী ইমারার বিরোধিতা, তাই উসামা ও তাঁর সহযোদ্ধারা বন্দুকের নলা

ঘুরিয়ে দিলেন নতুন অপশক্তির দিকে। আক্রমণ হল টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে, ধ্বসে পড়লো তাদের গর্বের প্রাসাদ। পাগলা কুকুরের ন্যায় আমেরিকা ও তার দোসর ন্যাটো বাহিনীদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো আফগানে, শুরু হল নতুন লড়াই। মুজাহিদীনগণ মেতে উঠলেন নতুন খেলায়, জান দেয়া নেয়ার খেলায়। চলতে লাগলো বিরামহীন যুদ্ধ। আমেরিকা খুঁজতে লাগল উসামাকে, উসামা খুঁজতে লাগল শাহাদাতকে। একে একে দশটি বছর পেরিয়ে গেল, তাগুতী শক্তি ধীরে ধীরে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে, পরাজয়ের গ্লানি তাদের মাথার উপরিভাগে আর উসামা হাত দু'টি আসমানের দিকে উত্তোলন করে বলছে, "হে রাব্বুল আলামীন! আর কত দেরী? একে একে চুলগুলো সাদা হয়ে যাচ্ছে, দাড়িগুলো পেকে যাচ্ছে। জীবন নামের এই বরফ তো ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে হে দয়াময়! আর কখন! এই শাহাদাতের খোঁজে তো একে একে পেরিয়ে গেল ত্রিশটি বছর, কাফেলার অনেকেই তো পান করলো শাহাদাতের অমিয় সুধা, হে দয়াময়! রহম কর, আমাকেও শামিল কর শহীদের মিছিলে। এভাবেই তিনি প্রভুর দরবারে আহাজারি করছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তার ডাকে সাড়া দিলেন, দান করলেন শাহাদাতের সৌভাগ্য। এত মর্যাদাপূর্ণ জীবনের পর সম্মানজনক মৃত্যু কম মানুষের ভাগ্যেই জোটে।

একটু চিন্তা করুন খিলাফাতে উসমানিয়া পতনের পর কত শাসক, সেনাপ্রধান, রাজনৈতিক নেতা, মুসলিমদের উপর কর্তৃত্ব করেছে অথবা কত মহান ব্যক্তিই না এই উম্মাতের মাঝে জন্মগ্রহণ করেছে, কত দ্বীনদার আলেম ও দায়ী উম্মার কল্যাণার্থে কাজ করে গিয়েছেন। কিন্তু শাইখ উসামার মত এমন কেউ কি গত হয়েছেন? যার মৃত্যুতে কুফ্ফার মিল্লাহ (কাফের জাতি) খুশি ধরে রাখতে না পেরে মদ খাওয়া অবস্থায় নাচতে নাচতে রাস্তায় নেমে পড়েছে? সারা বিশ্বের ইয়াহুদী-খৃষ্টান-মুশরিক ও মুনাফিকদের জন্যে এই একটি নাম ব্যতীত অন্য কোন নাম কি এতটা আতংকের কারণ হয়েছিল?

নিঃসন্দেহে এই শহীদি মৃত্যু একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, উম্মাতের মুক্তি, কুফ্ফারদের পরাজয়, দ্বীনের বুলন্দী এবং খিলাফাত প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হল পবিত্র জিহাদ ও ক্বিতাল ফি সাবিলিল্লাহ। শাইখ উসামা (রহঃ) আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তিনি আমাদের মাঝে রেখে গেছেন তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন ইতিহাস। সুতরাং তাঁর কাজ ও প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের জন্যে উপদেশ হয়ে থাকবে। তাঁর ঘাম ও রক্ত, ত্যাগ ও তিতিক্ষা আমাদের সামনে অগ্রসর হওয়ার সাহস যোগাবে। তাঁর জিহাদ ও শাহাদাত হবে আমাদের জন্যে অনুপ্রেরণা, আমরা তাঁর থেকে শিক্ষা নিবো। নিছক চিন্তা ও আশা থেকে সম্মান তৈরী হয় না, প্রতিপত্তি এবং পদক দিয়ে নেতৃত্ব আসে না, জানবো যে, বক্তৃতা ও সমাবেশে বুলি আওড়ানোর নামই আক্বীদা ও মানহাজ নয়। এই দ্বীন এমন লোকদের সাহায্য সহযোগীতার মুখাপেক্ষী নয়, যারা শুধুমাত্র তাদের অবসর সময়ে দ্বীনের কাজ করে। যে কেউই এই পথ কে সেভাবে আঁকড়ে ধরবে যেভাবে শাইখ উসামা (রহঃ) ত্রিশ বছর আঁকড়ে ধরেছিলেন, সেই হবে কুফ্ফারদের জন্যে একটি আতংক।
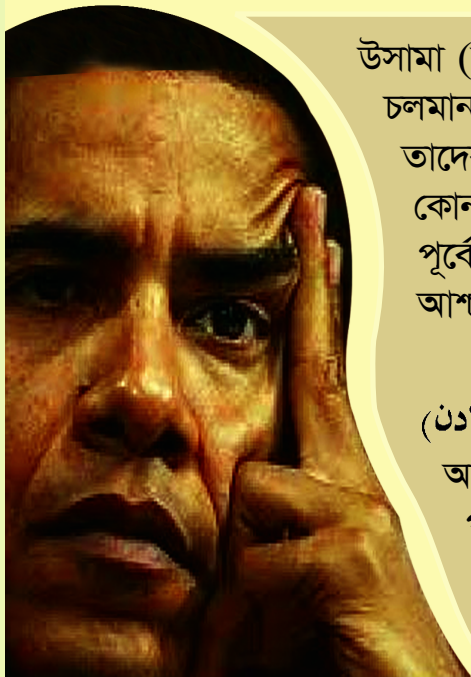
উসামা (রহঃ) মনজিলে মাকসুদে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু তাঁর কাফেলা আজও চলমান। সুতরাং কাফির বিশ্বের আনন্দের কিছুই নেই যে, তাঁর শাহাদাত তাদের দিকে ধাবমান ধ্বংসকে ঠেকিয়ে রাখবে। কেননা ইসলামের বিজয় কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। উসামা (রহঃ)-এর শাহাদাতের পূর্বে সর্বশেষ যে বার্তা বিশ্ববাসীকে দিয়ে গিয়েছিলেন তা ছিল এক আশ্চর্যকজনক উপদেশ। সেই বার্তার সর্বশেষে তিনি বলেছিলেনঃ

وباذن الله نهاية أمريكا قريبة و نهايتها ليست متوقفة على وجود العبد الفقير أسامة قتلا أم بقايا و بفضل الله قد قامت الصحوة (العبد الفقير أسامة بن لادن)

আল্লাহর ইচ্ছায় আমেরিকার পতন অতি সন্নিকটে, আর আমেরিকার পতন এই দুর্বল বান্দার উপস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত নয়, (আমেরিকার পতন হবেই) চাই উসামা জীবিত থাকুক বা নিহত হোক। আর আল্লাহর অনুগ্রহে জাগরণ শুরু হয়ে গেছে।

রাসুল (সাঃ) কে উপহাসকারী এক কুলাঙ্গারের শাস্তি

সত্যের সমালোচনাকারী প্রতি যুগেই ছিল। একদল সত্যের পতাকাবাহী হতো । আর একদল মিথ্যার জয়গান গেয়ে সত্য সুন্দরকে মেনে নিতে অস্বীকার করতো। মহানবী (সাঃ) চরিত্র, আদর্শ, ন্যায়-নীতি, জ্ঞান-বুদ্ধি সর্বক্ষেত্রেই অনন্য ছিলেন। নিখুঁত মানব ছিলেন। অথচ তার ব্যাপারেও একদল লোক সমালোচনা করতে দ্বিধা করতো না। মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটনার জন্যে আবু জাহিল, উতবা, শাইবা যেমন চেষ্টা চালাতো তাদের মৃত্যুর পরও তাদের অনুসারীরা সমালোচনা করতো। নতুন কুৎসা রটনাকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলো কা'ব বিন আশরাফ, আবু রাফি, ইবনুল হুকাইক এবং আরো অনেকে।

কুৎসাকারীদের অত্যাচার যখন বেড়ে গেলো, মহানবী (সাঃ) যখন দেখলেন এরা হিদায়াত পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, যখন স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে তাদের কুট ষড়যন্ত্র থেকে দুনিয়াকে মুক্ত করার জন্য একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি হল এদেরকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়া, তখন মহানবী (সাঃ) তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করলেন। সাহাবায়ে কেরাম বুঝে নিলেন কি করতে হবে। তাই কয়েকজন তৈরী হয়ে গেলেন। আব্দুল্লাহ বিন আতীকের (রাঃ) নেতৃত্বে আনসারী কয়েকজন সাহাবা অপারেশনে বের হয়ে গেলেন।

অপারেশনের টার্গেট ছিলো খাইবারের কাছাকাছি এক কেল্লায় অবস্থানকারী আবু রাফি নামের এক কাফের। সে রাসূল (সাঃ) এর সমালোচনা করতো। এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচরণে অর্থও ব্যয় করতো। নানারূপ বানানো গল্প বলে মহানবীকে উপহাস করতো। সেই মহাপাপীকে হত্যা করার জন্য ছুটে চললেন কয়েকজন সাহাবা।

দিনের কর্ম ব্যস্ততা শেষে মানুষ ফিরছে ঘরে। সাঁঝের আলোয় খুব দ্রুত ছুটে চলেছে মরুচারী যাযাবরের দল। তাদের মেষ, দুম্বা, উট ইত্যাদি নিয়ে তাড়াতাড়ি আস্তানায় ফিরছে। এদিকে অপারেশন গ্রুপের নেতা আব্দুল্লাহ বিন আতীক চিন্তা করতে লাগলেন কিভাবে আজকের অপারেশন বাস্তবায়ন করা যায়। খুব দ্রুত ফন্দি এটে ফেললেন। খুব চতুরতার সাথে সাথীদেরকে বললেন, আপনারা গেটের দূরে অপেক্ষা করুন, আমি পরিস্থিতি বুঝে আসি। সাথে নিয়ে নিলেন একটি তলোয়ার। পোষাকের মতই তৎকালীন আরবদের সাথে সার্বক্ষণিক তলোয়ার থাকতো।

সাহাবী ইবনে আতীক (রাঃ) টার্গেটকৃত কেল্লার প্রধান ফটকের কাছাকাছি অবস্থান নিলেন। তখন সূর্য ডুবে অন্ধকার চতুর্দিকে ছেয়ে যাচ্ছে। কেল্লার লোকেরা তাদের পশুগুলো নিয়ে সবেমাত্র ফিরে আসছে। নিয়মানুযায়ী পালের গাধাগুলো গণনা দিতেই ধরা পড়লো একটি গাধা নেই। সঙ্গে সঙ্গে মশাল জালিয়ে খোঁজা শুরু হল। খুঁজতে খুঁজতে সাহাবীর কাছাকাছি এসে পড়লো। সাহাবী কি করবেন? চিন্তায় পড়ে গেলেন। চট করে সিদ্ধান্ত নিলেন-আত্মগোপন করতে হবে। তাই তিনি রাখালদেরই একজনের মত ভান ধরে প্রস্রাব করার জন্যে বসে গেলেন। চাদর দিয়ে ভালো করে নাক মুখ পা ঢেকে নিলেন। অন্যরা মনে করল তাদের নিজস্ব লোক প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে হয়তো এসেছিল। লোক দেখে লজ্জায় হয়তো এমন করেছে। তারা তাদের খোঁজা শেষে ফিরে এলো কেল্লার ভিতরে। সদর দরজার দরোয়ান ঘোষণা দিলো কেউ বাহিরে থাকলে তাড়াতাড়ি চলে আসুন। ইবনে আতীক (রাঃ) এ সুযোগে নাক মুখ ঢাকা অবস্থায়ই ঢুকে পড়লেন ফটকের ভিতরে। তাড়াতাড়ি আস্তাবলে আত্মগোপন করলেন। গাধার আস্তাবলটা ছিল মূল ফটকের পাশে। সেখান থেকে কড়া নজর রাখলেন দারোয়ানের দিকে। দারোয়ান গেট লাগিয়ে এক গর্তে চাবি ঝুলিয়ে রেখে আরামের জন্য চলে গেল।

বেরিয়ে পড়লেন গোপন স্থান থেকে। চাবি নিয়ে অতি সন্তর্পনে ফটক খুলে নিলেন, যেন যে কোন মুহুর্তে বের হওয়া যায় এবং প্রয়োজনে সাথীদের সাহায্য নেয়া যায়। এর পরে কেল্লার ভিতরের সব ঘরের দরজা শিকল টেনে বাহির থেকে আটকে দিলেন। যেন সহজে কেউ বের না হতে পারে। এবার চললেন আসল অপারেশনে। গন্তব্য হল উপর তলায় শুয়ে থাকা কাফির আবু রাফি। আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রাঃ) আস্তে আস্তে সিঁড়ি পেরিয়ে উপরে চলে গেলেন। সেখানে গোটা কক্ষকে অন্ধকারপুরি মনে হচ্ছে। নিশি অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

আবু রাফি তার পরিবারের লোকদেরকে নিয়ে শুয়ে ছিল। সাহাবীর টার্গেট আবু রাফি। তার পরিবারের কাউকে হত্যা করা তার উদ্দেশ্য নয়। তাই আপন জনের স্বরে ডাকলেন আবু রাফি!

আবু রাফি ঘুমের ঘোরে ডাকের জবাব দিলোঃ কে?

আবু রাফির ঘুমের স্থান আন্দাজ করে নিলেন সাহাবী। আব্দুল্লাহ বিন আতীক শরীরের সমস্ত শক্তি-সাহস এক সাথে করে তলোয়ার মারলেন আবু রাফির উপর। আঘাত লাগলো ঠিকই কিন্তু সঠিক জায়গায় পৌঁছাল না। আবু রাফি সামান্য আঘাত পেয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলো। সাহাবী সরে গেলেন। সামান্য একটু দেরি করে আবার নতুন উদ্যমে ত্রাণকর্তার ভঙ্গিমায় এসে বললেন আবু রাফি! কিসের আওয়াজ পেলাম?

আবু রাফি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো 'তোমার ধ্বংস হোক, তুমি এখন এসেছো। এদিকে আমার সব শেষ হয়ে গেল। কে যেন ঘরে ঢুকেছে। আমার গায়ে আঘাত করেছে।' সাহাবী এবার ভালো করে আন্দাজ করে নিলেন, কোথা থেকে আওয়াজটা আসছে। এবার মাপ মত সজোরে আঘাত করলেন। আবু রাফি চিৎকার দিয়ে উঠলো। এবারো সাহাবী সামান্য দেরি করে আবার ত্রাণকর্তার আওয়াজ মিশ্রিত কণ্ঠে ডাক দিলেন। যেদিক থেকে জবাব এলো সেদিকে এগিয়ে গেলেন। অন্ধকারে তখন চোখের রেটিনা কাজ করা শুরু করেছে। তখন স্পষ্ট দেখা গেল আবু রাফি চিৎ হয়ে পড়ে আছে। সাহাবী তার তরোবারীর অগ্রভাগ দিয়ে পেটে আঘাত করে নাড়ী-ভূড়ী বের করে ফেললেন। তলোয়ারের আঘাত হাড়ে গিয়ে ঠেকলো।

মহাপাপীর দিন ফুরিয়ে গেল। সে তার মিথ্যাচারের উপযুক্ত শাস্তির একধাপ পেয়ে গেল দুনিয়ায়। আর বাকীতো আখেরাতে অপেক্ষা করছে। তার পরিবারের লোকেরা ততক্ষণে পরোপুরি জেগে গেছে। কিন্তু পরিস্থিতি তাদেরকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিলো। কি থেকে কি হয়ে গেল তারা তা বুঝে ওঠার আগেই সব শেষ। ভেবে ছিল প্রথম আঘাতের পর হয়তো কোন পুরুষ এগিয়ে এসেছে। তাই কোন বিপদ আর থাকবে না। এমন ভেবে নিশ্চিন্ত ছিল। ত্রাণকর্তা রূপে যে মহাবিপদ এসেছে যখন তারা তা বুঝলো তখন সব শেষ। চিৎকার করা ছাড়া তাদের আর কোন কিছুই করার ছিল না।

সাহাবী দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করার জন্যে সিঁড়ি বেয়ে নামা শুরু করলেন। এক পা দুইপা করে শেষে পৌঁছে গেলেন। আর দুই পা দিলেই সমতল ভূমি। সাহাবী পা সামনে ঠেলে দিয়ে মনে করলেন, এই সিঁড়ি শেষ। কিন্তু সেটা শেষ ধাপ ছিল না। বরং তখনো একধাপ বাকী। তাই ভারসাম্য ঠিক রইল না। পা ফসকে মচকে গেল। মচকানো পা নিয়ে হাটা মুশকিল হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি করে পাগড়ি দিয়ে পা বেঁধে সাথীদের কাছে ছুটে চললেন। যেহেতু অন্যান্যদের দরজার শিকল সাহাবী বাহির থেকে আটকে দিয়ে ছিলেন। তাই কেল্লার অন্যান্য লোকেরা বের হতে পারলো না। তারা বাঁধাও দিতে পারলো না।

সদর দরজা আগে থেকে খোলা রেখে ছিলেন। তাই বিনা বাঁধায় কৌশলে অপারেশন সাকসেস্ফুল করে সাথীদের কাছে ফিরে এলেন। সাথীদের কাছে এক দমে আনন্দের সাথে সব খুলে বললেন। সাথীদেরকে বললেন, আপনারা মহানবী (সাঃ) এর কাছে গিয়ে এ সুসংবাদ পৌঁছান। আমি একটু পরে আসছি। আমি নিজের কানে এ চির জাহান্নামীর মৃত্যু সংবাদ শুনতে চাই।
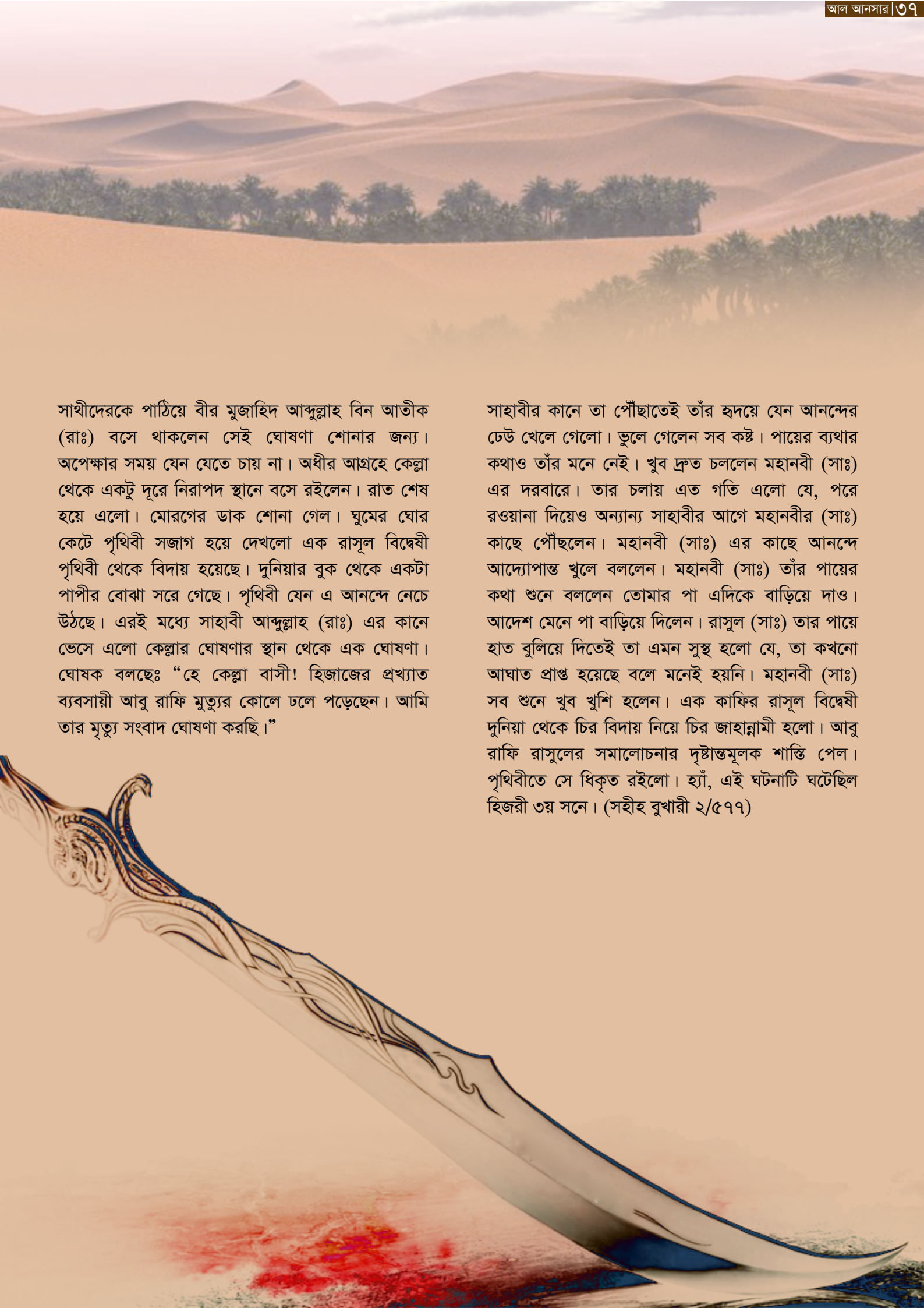
সাথীদেরকে পাঠিয়ে বীর মুজাহিদ আব্দুল্লাহ বিন আতীক (রাঃ) বসে থাকলেন সেই ঘোষণা শোনার জন্য। অপেক্ষার সময় যেন যেতে চায় না। অধীর আগ্রহে কেল্লা থেকে একটু দূরে নিরাপদ স্থানে বসে রইলেন। রাত শেষ হয়ে এলো। মোরগের ডাক শোনা গেল। ঘুমের ঘোর কেটে পৃথিবী সজাগ হয়ে দেখলো এক রাসূল বিদ্বেষী পৃথিবী থেকে বিদায় হয়েছে। দুনিয়ার বুক থেকে একটা পাপীর বোঝা সরে গেছে। পৃথিবী যেন এ আনন্দে নেচে উঠছে। এরই মধ্যে সাহাবী আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর কানে ভেসে এলো কেল্লার ঘোষণার স্থান থেকে এক ঘোষণা। ঘোষক বলছেঃ "হে কেল্লা বাসী! হিজাজের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী আবু রাফি মুত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। আমি তার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করছি।"

সাহাবীর কানে তা পৌঁছাতেই তাঁর হৃদয়ে যেন আনন্দের ঢেউ খেলে গেলো। ভুলে গেলেন সব কষ্ট। পায়ের ব্যথার কথাও তাঁর মনে নেই। খুব দ্রুত চললেন মহানবী (সাঃ) এর দরবারে। তার চলায় এত গতি এলো যে, পরে রওয়ানা দিয়েও অন্যান্য সাহাবীর আগে মহানবীর (সাঃ) কাছে পৌঁছলেন। মহানবী (সাঃ) এর কাছে আনন্দে আদ্যোপান্ত খুলে বললেন। মহানবী (সাঃ) তাঁর পায়ের কথা শুনে বললেন তোমার পা এদিকে বাড়িয়ে দাও। আদেশ মেনে পা বাড়িয়ে দিলেন। রাসুল (সাঃ) তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতেই তা এমন সুস্থ হলো যে, তা কখনো আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে বলে মনেই হয়নি। মহানবী (সাঃ) সব শুনে খুব খুশি হলেন। এক কাফির রাসূল বিদ্বেষী দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে চির জাহান্নামী হলো। আবু রাফি রাসুলের সমালোচনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পেল। পৃথিবীতে সে ধিকৃত রইলো। হ্যাঁ, এই ঘটনাটি ঘটেছিল হিজরী ৩য় সনে। (সহীহ বুখারী ২/৫৭৭)

শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্তে শহীদ আব্দুর রশীদ গাজী (রহঃ) এর ঈমানদীপ্ত পয়গাম

হতে পারে এই পয়গাম প্রকাশিত হবার আগেই লাল মসজিদে আমরা শাহাদাতের সুধা পান করবো । ট্যাংক, কামানসহ ভারি ভারি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত পনের হাজার পেশাদার তাগুতী সেনা, সামরিক-আধা সামরিক বাহিনী নিষ্পাপ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পিষে লাল মসজিদকে রক্তে লাল করে ফেলবে এবং জামিয়া হাফসাকে দখলে নিয়ে নিবে । যদিও এই মুহূর্তে লাল মসজিদ এক নতুন কারবালা, চারদিকে শহীদানের বিক্ষিপ্ত লাশ, আহতদের আহাজারী আর তাগুতের উল্লাস স্মরণ করিয়ে দেয় চৌদ্দশত বছর পূর্বের সেই হুসাইনী কাফেলার কথা । শহীদানের রাজপথে কেন এই নতুন কাফেলার পথ চলা?

আল্লাহর বিধান পরিবর্তন, মসজিদ সমূহকে শহীদ (ধ্বংস) করে দেয়া, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার ছড়াছড়ি, ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাসের মনগড়া ব্যাখ্যা, জিহাদের নাম উচ্চারণকারীদের উপর সৈন্যদের পৈশাচিকতা, মুসলিম মুহাজিরদের ধরে ধরে কাফেরদের হাতে সোপর্দ করা, চারিদিকে নাস্তিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার উল্লাস-ধ্বনি সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে, বুকের ভিতর জমে থাকা তপ্ত আগুন বারবার ফুঁসে উঠছিল, আর এ কারণেই আল্লাহর জমিনে তাঁরই বিধান বাস্তবায়নের রক্তরাঙা এই পথকে আমাদের বেছে নেয়া।

আমরা চাই ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে। আদালতে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা চালু করতে । আমরা চাই মজলুমরা যেন ন্যায়বিচার পায় । অন্যায়-অবিচার, অশ্লীলতা-বেহায়াপনার মূলোৎপাটন ঘটে। আর মানুষ যাতে দেখতে পায় এক সুন্দর, সভ্য, নির্মল সমাজ। আর এ লক্ষ্যে পৌঁছার পথ মাত্র একটিই - আর তা হলো ইসলামী হুকুমত। তাই আমরা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও এই বিলাসী জীবন ত্যাগ করে পরকালের অনন্ত জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছি । সবচেয়ে অবাক লাগার বিষয় হল তলাবাদের জিহাদী জযবা ও শাহাদাতের তামান্না যা আমার ঈমানী দীপ্তিকে আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

দুনিয়ার কেউ কেউ হয়তো আমাদের পাগল বলতো, আর কেউবা বলতো বিদেশী এজেন্টদের দোসর। কিন্তু আজ বিমানের মুহুর্মুহু গর্জন আর গোলাবারুদের প্রবল বর্ষণ বলছে সত্যিই আমরা পাগল ছিলাম তবে দুনিয়ার ভালবাসায় নয়, প্রভুর ভালবাসায় । আর আমাদের লড়াই ছিল শুধু তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য । যদি আমাদের আমীর হযরত হুসাইন (রাঃ) নিঃস্ব অবস্থায় শাহাদাত বরণ করতে পারেন, তবে আমরাও তো তাঁর রক্তে রাঙা পথের পথিক। ইনশাআল্লাহ ইসলামী বিপ্লব এদেশের ভাগ্যলিপি হতে বাধ্য এবং ইনশাআল্লাহ এই বাগানে ভরা বসন্ত আসবেই, তখন হয়তো আমরা এই পৃথিবীতে থাকবো না।

শহীদ আব্দুর রশীদ গাজী (রহঃ)

শাইখ উসামা (রহঃ) এর শাহাদাতে বিশ্বব্যাপী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

উসামাকে হত্যা করতে আমেরিকার লেগেছে এগারোটি বছর, কিন্তু আমাদের জন্য এই কাজটি খুবই সহজ। আমরা খুব অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই এর বদলা নিয়ে নিবো। (আলজাজিরার এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে উমার খালিদ, পাকিস্তানি তালেবান কমান্ডার।)

যদি আপনি তার (শাইখ উসামার) দ্বারা অনুপ্রাণিত কোন বিপ্লব দেখতে চান, তাহলে আপনি তালেবানকে দেখুন, আপনি সোমালিয়াতে আশ-শাবাব কে দেখুন, আপনি লস্কর ই তাইয়্যেবাহকে দেখুন-যারা কয়েক বছর আগে মুম্বাই হামলায় জড়িত ছিল, এসব দলগুলো তা চালিয়ে যাবে। তারা তাদের অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে, এটামুখ্য বিষয় নয় যে, তাকে সেখানে থাকতে হবে, কারণ তার হাতে বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না, অতঃপর আপনি দেখুন কিভাবে তা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রকৃত প্রভাব মূলতঃ এখন আল কায়দা ইন এরাবিয়ান পেনিনসুলার মত দল থেকে আসছে, আপনি সেখানে পাবেন অনেককেই যারা খুব ভাল ইংরেজি বলতে পারে, যেমন এডাম গাদান, সামির খান, আনওয়ার আল-আওলাকি তো অবশ্যই, এইসব লোকেরা আল-কায়দাকে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যাবে। ৯/১১-এর প্রজন্মের পর সেখানে রয়েছে পুরো নতুন প্রজন্ম। এর অর্থ এই নয় যে, তার মৃত্যু বিশেষ গুরুত্ব বহন করেনা, কিন্তু তিনি শহীদ হিসেবে সম্মানিত হবেন। প্রকৃত অর্থে সম্ভবত তা মানুষকে প্রেরণা যোগাবে। (ফিলরীজ, আল-জাজিরার ইনসাইড স্টোরি)

কার ব্যাপারে আমাদের সবচেয়ে ভীত হওয়া উচিত? আফগানিস্তান, ইরাক, পাকিস্তান, ইয়েমেন নাকি সোমালিয়া? সবার এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, আমি ভীত। আমার মতে এটা এক সংগ্রাম, এটা বহু ব্যাপক রূপ লাভ করেছে। এক হচ্ছে নিরাপত্তার দিক, কিন্তু অপরদিক হচ্ছে এর বৃত্তান্ত, এর মতাদর্শ যা বিন লাদেনের মত লোকেরা উপস্থাপন করেছে, কারণ আমার আশংকা হচ্ছে, এই মতাদর্শের চরমপন্থায় জড়িত যারা এর প্রস্তাবনাকারী, তার চেয়ে বেশী রয়েছে এর বিশাল বিস্তৃত সমর্থক।
(টনি ব্লেয়ার, সাবেক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী, সিএনএন এর সাক্ষাৎকার)

আমি এটা ভাবিনা যে, তার মৃত্যুর ঘটনা আমাদেরকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রচুর নিরাপদ করে দিয়েছে। এটাই আমার কথা। আমার অপর অভিযোগ হচ্ছে এই যে, এর জন্যে অনেক অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। এজন্যে লেগেছে ১০ টি বছর, দুই অথবা তিনটি দেশে আক্রমণ করতে হয়েছে, অনেক মানুষকে হত্যা করতে হয়েছে, পাঁচ হাজারেরও বেশী আমেরিকানদের জীবন দিতে হয়েছে, ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করতে হয়েছে...এক ব্যক্তির ছায়ার পিছনে ছুটতে?... আমি মনে করি দুনিয়াব্যাপী অনেক নিরাপরাধ মুসলিমদের হত্যার মাধ্যমে আমরা ভয়াবহ বিপদ সংকুল অবস্থায় আছি, কারণ আমরা প্রচুর অতিরিক্ত ক্ষতি সাধন করেছি নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য। সমস্ত ইরাকে স্বার্থ হাসিলের জন্যে বোমা হামলা করা হয়েছিল ৯/১১ এর ছুতোয়। সুতরাং আমি বলতে চাই এইসব আমরা যত কম করতাম, তত কম বিপদে আমরা থাকতাম। (রেপঃরনপল, সিএনএন এর সাক্ষাৎকারে)

তাওহীদবাদী সেই যুবক

হযরত সুহায়েব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, পূর্বকালে এক বাদশাহ ছিলো। তার দরবারে ছিলো একজন যাদুকর। সেই যাদুকর বৃদ্ধ হয়ে গেলে সে বাদশাহকে বললো, "আমি তো এখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং আমার মৃত্যুর সময়ও ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং আমাকে এমন একটি ছেলে দিন, যাকে আমি ভালোভাবে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতে পারি। যেন আমার পর সে আপনার উপকারে আসতে পারে। যাদুকরের আবদার শুনে বাদশাহ তাকে একটি মেধাবী বালক দিলেন যাদুবিদ্যা শেখানোর জন্য। এরপর থেক যাদুকর মেধাবী বালকটিকে যাদুবিদ্যা শেখাতে লাগলো।

বালকটির শিক্ষাগুরুর বাড়িতে যাওয়ার পথে এক সাধকের আস্তানা ছিলো। এর পাশ দিয়েই তাকে যেতে হতো। সুফী সাধক ঐ আস্তানায় বসে কখনো ইবাদত করতেন, আবার কখনো জনগণের উদ্দেশ্যে ওয়াজ-নসীহত করতেন। কিছুদিন দেখার পর মাঝে মধ্যে বালকটিও যাবার সময় পথের পাশে দাঁড়িয়ে ইবাদতের পদ্ধতি দেখতো, কখনো ওয়াজ-নসীহত শুনতো। এ কারণে যাদুকরের কাছে যেতেও তার দেরী হতো এবং বাড়িতে ফিরতেও তার বিলম্ব হতে লাগলো। ফলে সে বিলম্ব করার কারণে বাড়ি ও যাদুকর উভয়ের থেকেই বকুনি শুনতো এবং মাঝে মধ্যে মারও খেতো। তাই একদিন বালকটি সেই সাধকের কাছে তার এই দূরাবস্থার কথা বর্ণনা করলে সাধক তাকে একটি কৌশল বলে দিলেন যে, যাদুকর দেরীর কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলবে যে, মা দেরী করে বাড়ি থেকে বের হতে দিয়েছেন। বাড়িতে কাজ ছিলো। আবার মায়ের কাছে গিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হলে বলবে যাদুকর দেরী করে ছুটি দিয়েছেন। এমনিভাবে এ বালক একদিকে যাদুবিদ্যা এবং অন্যদিকে ধর্মীয় বিদ্যা শিক্ষা নিতে লাগলো।

ঘটনাক্রমে একদিন সে তার চলার পথের এক স্থানে একটি বিরাট বিস্ময়কর কিম্ভুতকিমাকার জানোয়ার পড়ে থাকতে দেখতে পেলো। যার কারণে সেই পথের উপর দিয়ে লোকজনের চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এপাশ থেকে ওপাশে এবং ওপাশ থেকে এপাশে আর যাওয়া আসা করা যাচ্ছে না। সবাই উদ্বিগ্ন ও বিব্রত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। বালকটি মনে মনে চিন্তা করলো যে, একটা বেশ সুযোগ পাওয়া গেছে। এবার পরীক্ষা করে দেখা যাক যে আল্লাহর কাছে সাধকের ধর্ম অধিক পছন্দনীয়, না যাদুকরের ধর্ম অধিক প্রিয়।

এটা চিন্তা করে সে একটি পাথর তুলে জানোয়ারটির প্রতি এই বলে নিক্ষেপ করলো যে, "হে আল্লাহ! আপনার কাছে যদি যাদুকরের ধর্মের চেয়ে সাধকের ধর্ম অধিক পছন্দনীয় হয়ে থাকে তবে পাথরের আঘাতে জানোয়ারটিকে মেরে ফেলুন। এতে করে জনসাধারণ এর অপকার থেকে রক্ষা পাবে।" আল্লাহর কি কুদরত! পাথর নিক্ষেপের পরপরই তার আঘাতে জানোয়ারটি মারা গেলো। ফলে এরপর লোক চলাচলও স্বাভাবিক হয়ে গেলো।

আল্লাহ প্রেমিক সাধক এই খবর শুনে তার ঐ বালক শিষ্যকে বললেন, "হে প্রিয় বৎস! তুমি আমার চেয়ে উত্তম। এবার আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাকে নানাভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। সে সব পরীক্ষার সম্মুখীন হলে আমার সম্মন্ধে কারো কাছে কিছু প্রকাশ করো না যেন।" একজন ছোট বালক কর্তৃক বিস্ময়করভাবে একটি বড় জানোয়ার নিহতের এই অলৌকিক ঘটনা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। ফলে এরপর থেকে বালকটির কাছে নানা প্রয়োজনে বিভিন্ন লোকজন আসতে শুরু করলো। ঘটতে লাগলো আরো অনেক অদ্ভুত কান্ড। বালকটির দোয়ার বরকতে জন্মান্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে লাগলো। কুষ্ঠরোগী আরোগ্য লাভ করতে থাকলো। এছাড়াও আরও নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি ভালো হতে লাগলো।

বাদশাহর একজন মন্ত্রী অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এ খবর শুনে বহু মূল্যবান উপহার-উপঢৌকনসহ তিনি বালকের নিকট এসে হাজির হলেন। অত্যন্ত বিনীতভাবে আবেদন জানিয়ে বললেন, "যদি তুমি আমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিতে পারো, তবে এসবই তোমাকে আমি দিয়ে দিবো।" বালকটি একথা শুনে বললো, "দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেয়ার শক্তি বা ক্ষমতা আমার নেই। আমার প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ চাইলেই কেবল তা করতে পারেন। আপনি যদি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহলে আমি তাঁর কাছে আপনার জন্য দোয়া করতে পারি।" মন্ত্রী অঙ্গীকার করলে বালক তার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন। এতে মন্ত্রীর দৃষ্টি শক্তি ফিরে এলো। মন্ত্রীর চোখ ভালো হয়ে গেলো। তিনি আবারও আগের মতো দেখতে লাগলেন।

এই ঘটনার পর মন্ত্রী রাজদরবারে ফিরে গিয়ে তার উপর আরোপিত কার্যাবলী যথারীতি পালন করতে লাগলেন। কিন্তু অন্ধ মন্ত্রীর চোখ ভালো হয়ে গেছে, তিনি দেখতে পাচ্ছেন -এই ঘটনা বাদশাহকে আশ্চার্যান্বিত করে তুললো। তিনি মন্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার চোখ ভালো হলো কি করে? কে আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছে?" মন্ত্রী বললেন, "আমার প্রতিপালক, প্রভুই আমাকে আমার হারানো দৃষ্টিশক্তি ফেরত দিয়েছেন। তার কারণেই আমি আবারও দেখতে পাচ্ছি।"

বাদশাহ বললো, "আরে! তোমাদের প্রভু তো আমি। আমি ছাড়া আরো প্রতিপালক তুমি কোথায় পেলে?" মন্ত্রী বললেন, "আপনি হবেন কেন? বরং আমার আপনার প্রভু, সকলেরই প্রতিপালক একজন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় ইলাহ। সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে রব ও ইলাহ হওয়ার ক্ষেত্রে আর কেউ শরীক নেই।" একথা শুনে বাদশাহ ক্ষেপে গেলেন। তিনি ক্রোধের আগুনে উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন, "তাহলে আমি ছাড়াও আপনার অন্য প্রভু আছে?" মন্ত্রী বললেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি আমার এবং আপনার উভয়েরই প্রভু ও প্রতিপালক।"

বাদশাহ তখন মন্ত্রীকে নানা প্রকার উৎপীড়ন করতে লাগলো। শাস্তি দিতে শুরু করলো এবং নির্যাতন করে জানতে পারলো যে, মন্ত্রী এটা সেই বালকের মাধ্যমে পেয়েছে। এক আল্লাহর সন্ধান এবং এক রবের ইবাদতের এই তাওহীদের মর্ম সেই বালকই তাকে শিক্ষা দিয়েছে। পরিচয় করিয়ে দিয়েছে সমস্ত জগৎবাসীর এক এবং অদ্বিতীয় ইলাহ মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে। এবার বাদশাহ তার দরবারে সেই বালককে ডেকে পাঠালেন। বালক তার দরবারে আসলে বাদশাহ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, "তুমি তো দেখছি যাদুবিদ্যায় খুবই পারদর্শিতা অর্জন করেছো। অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিচ্ছো এবং দুরারোগ্য ব্যধি আক্রান্ত রোগীদেরকেও আরোগ্য দান করছো।" বালক তখন বিনীতভাবে জানালেন যে, "বাদশাহ এটা ভুল কথা। আমি কাউকে সুস্থ করতে পারি না, যাদুও করতে পারি না। সুস্থতা দান করা এবং আরোগ্য করা একমাত্র আমার আল্লাহর ইচ্ছাধীন। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যাকে চান, সুস্থতা দান করেন।"

বাদশাহ বললো, "তুমি কি আমার কথা বলছো? কারণ দেশের সব কিছু তো আমিই করে থাকি। আইন প্রণয়ন, জনগণকে দিক-নির্দেশনা প্রদানসহ সমগ্র দেশবাসীকে তো আমিই নিয়ন্ত্রণ করে থাকি।"

বালক বললো, "না না এটা কখনই নয়। আপনি তো কেবলমাত্র এই ভূখন্ডের একজন শাসক। আল্লাহর সাথে আপনার ক্ষমতার কোন তুলনা চলে না। বাদশাহ বললো, "তাহলে কি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রভু বলে স্বীকার করো?" বালক বললো, "হ্যাঁ, আমার এবং আপনার প্রভু একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়। মহান আল্লাহই আমাদের সকলের একমাত্র রব। তিনিই আমাদের ইলাহ।"

এবার বাদশাহ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। সে বালকের উপর নির্যাতন করতে লাগলো। তাকে জিজ্ঞাসা করলো সে কোথা হতে, কার কাছ থেকে তাওহীদের এই কথা শুনেছে। কে তাকে মহান আল্লাহর কথা শিখিয়েছে। অনেক নির্যাতনের ফলে এক সময় বালকটি সেই সাধকের কথা বলে দিতে বাধ্য হলো। এবার রাজদরবারে ডেকে আনা হলো সেই সাধককে। বাদশাহ সাধককে লক্ষ্য করে বললো, "তুমি তোমার বিশ্বাস থেকে ফিরে আসো। এই ভূখন্ডে আমিই রব। আমি ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করলে আমি কঠিন শাস্তি দিবো। তুমি তোমার ধর্ম বিশ্বাস ত্যাগ করে আমাকেই প্রভু হিসেবে গ্রহণ করো। অন্যথায় তোমাকে মর্মান্তিক শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।" মহান আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করে একবার যে মুসলিম চেতনা ধারণ করেছে, সে কি আর কুফর ও শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে পারে? একবার যে জমজমের অমীয় সুধার স্বাদ পেয়েছে, সে কি আর লবণাক্ত তিক্ত পানির কাছে যেতে পারে? কখনই নয়, তাই তো সাধক বাদশাহর প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানালেন। একমাত্র রব এবং ইলাহ হিসেবে মহান আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কাউকে মেনে নিতে অপারগতার কথা জানিয়ে দিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তে। আপন প্রভু ও রব হিসেবে মহান আল্লাহর উপর আনয়ন করা তাওহীদের সেই একনিষ্ঠ বিশ্বাসের উপরই অটল-অবিচল রইলেন তিনি। ফলে বাদশাহ তার উপর নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করলো। যুলুম-নির্যাতনের ষ্টিম রোলার চালালো এবং পরিশেষে তাঁকে করাত দ্বারা চিড়ে দু'টুকরো করে শহীদ করে দিলো।

এবার বাদশাহ সেই বালকটির দিকে মনোনিবেশ করলো। সাধকের মতো বালককেও তাওহীদের বিশ্বাস থেকে সরে আসার নির্দেশ দিলো। কিন্তু মহান সাধকের মতো অকুতোভয় বালকও সত্যের উপরই অটল রইলেন। কোনো অবস্থাতেই মিথ্যার সাথে আপোস করতে সম্মত হলেন না। একবার সেই মহা সত্যের সন্ধান তিনি পেয়েছেন, তা পরিত্যাগ করা যে তার পক্ষে সম্ভব নয়, তা অকপটে জানিয়ে দিলেন বাদশাহকে।

এবার বাদশাহ তার কয়েকজন সৈন্যকে নির্দেশ দিলো, "এ বালককে তোমরা অমুক পাহাড়ের চূড়ার উপর নিয়ে যাও। অত:পর তাকে সাধকের প্রদর্শিত এবং তাওহীদী ধর্মবিশ্বাস ছেড়ে দিতে বলো। যদি সে মেনে নেয়, তবে তো ভালো কথা। অন্যথায় তাকে তোমরা সেখান হতে গড়িয়ে নিচে ফেলে দিবে।" সৈন্যরা বাদশাহর নির্দেশ মতো বালকটিকে একটি পর্বতের চূড়ায় নিয়ে গেলো এবং তাকে নিজ বিশ্বাস থেকে সরে যেতে বললো। বালক অস্বীকার করলে তারা তাকে ঐ পর্বত চূড়া হতে ফেলে দেয়ার জন্য উদ্যত হলো। তখন বালক মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় ও সাহায্য চাইলেন, নিজেকে যালিমের যুলুম থেকে রক্ষা করার প্রার্থনা জানালেন। আল্লাহ বালকটির দোয়া ও প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। এ প্রার্থনার সাথে সাথেই পাহাড় কেঁপে উঠলো এবং ঐ সকল সৈন্য গড়িয়ে নিচে পড়ে মারা গেলো এবং বালক অক্ষত ও নিরাপদ রইলেন।

বালকটি এবার আনন্দচিত্তে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নেমে এলেন। তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে আবারো ঐ জালেম বাদশাহর কাছে ফিরে গেলেন। বাদশাহ তখন বিস্মিতভাবে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, "ব্যাপার কি? আমার সৈন্যরা কোথায়?" জবাবে ঈমানদীপ্ত সেই বালক জানালেন, "আমার আল্লাহ আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করেছেন।" বাদশাহ তখন অন্য কয়েকজন সৈন্যকে ডেকে বললো, "তাকে তোমরা নৌযানে করে সমূদ্রে নিয়ে যাও। সেখানে নিয়ে তাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করে এসো।" সৈন্যরা বালককে নিয়ে চললো এবং সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে তাকে নৌযান হতে ফেলে দিতে উদ্যত হলো।

বালক সেখানেও মহান আল্লাহর নিকট ঐ একই প্রার্থনা জানালেন। সাথে সাথে সমূদ্রের মাঝে ভীষণ ঢেউ উঠলো এবং সমস্ত সৈন্য সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে মারা পড়লো। বালক এবারও নিরাপদে তীরে এসে উঠলেন।

ঈমানদ্বীপ্ত বালক এবার আনন্দচিত্তে সমূদ্র থেকে ফিরে এলেন। পূর্বের মতো এবারও তিনি তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে আবারো ঐ জালেম বাদশাহর কাছে ফিরে গেলেন। গিয়ে বললেন, "আমার আল্লাহ আমাকে আপনার সেনাবাহিনীর কবল থেকে রক্ষা করেছেন। হে বাদশাহ! আপনি যতই বুদ্ধি খাটান না কেন, আমাকে হত্যা করতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ, আমি যে পদ্ধতি বলি সেভাবে চেষ্টা করলে হয়তো আমাকে শহীদ করতে পারবেন।" বাদশাহ ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "তা কিভাবে? এজন্য আমাকে কি করতে হবে?" বালক উত্তরে বললো, "সকল মানুষকে একটি ময়দানে সমবেত করুন। তারপর খেজুর কান্ডের মাথায় শূল উঠিয়ে দিন। অত:পর আমার তূণ হতে একটি তীর বের করে আমার প্রতি সেই তীর নিক্ষেপ করার সময় নিম্নের বাক্যটি পাঠ করুন, بسم الله رب هذا الغلام

অর্থাৎ "আল্লাহর নামে (এই তীর নিক্ষেপ করছি), যিনি এই বালকের প্রতিপালক।" তাহলে সেই তীর আমার দেহে বিদ্ধ হবে এবং আমি মারা যাবো। বাদশাহ তাই করলো। এক বিশাল ময়দানে পুরো জাতিকে সমবেত করলো। এরপর এক উঁচু মঞ্চ প্রস্তুত করলো। সেখানে উঠানো হলো ঈমানদ্বীপ্ত সেই বালককে। এরপর বাদশাহ বললো بسم الله رب هذا الغلام

অর্থাৎ "আল্লাহর নামে (এই তীর নিক্ষেপ করছি), যিনি এই বালকের প্রতিপালক।" - বলে বালকের দিকে তীর নিক্ষেপ করলো। তীর বালকের কানের নিচে গিয়ে বিদ্ধ হলো এবং তিনি সেখানে হাত দিয়ে শাহাদাত বরণ করলেন।

এক বর্ণনা মতে এই যুবকের নাম ছিলো আব্দুল্লাহ ইবনে নামির (রঃ)। তাফসীরে ইবনে কাসীরে এই যুবক সম্পর্কে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত উমর (রাঃ) এর খিলাফতকালে তাঁকে তাঁর কবর থেকে বের করা হয়েছিলো। তখন দেখা যায় যে, যে অবস্থায় তিনি শহীদ হয়েছিলেন সেই অবস্থায়ই তিনি আছেন। তাঁর আঙ্গুল তার কানের নিচে লাগানো আছে। এছাড়াও সীরাতে ইবনে ইসহাকে আছে যে, হযরত উমর (রাঃ) এর খিলাফতকালে এক নাজরানবাসী কোনো কাজের উদ্দেশ্যে একখন্ড অনাবাদি জমি খনন করে। সেখানে উপবিষ্ট অবস্থায় এবং কানের নিচে মাথার যে অংশে আঘাত লেগেছিলো সেখানে হাত দেয়া অবস্থায় আব্দুল্লাহ ইবনে নামির (রহঃ) এর মৃতদেহ পাওয়া যায়। হাত সরিয়ে নিলে রক্ত বইতে শুরু করে এবং হাত ছেড়ে দিলে তা নিজ জায়গায় চলে যায় এবং রক্তপ্রবাহও বন্ধ হয়ে যায়। তার হাতের একটি আঙ্গুলে একটি আঙটি ছিলো। যার উপর লেখা ছিলো, ربى الله অর্থাৎ আমার রব এবং প্রতিপালক হলেন একমাত্র আল্লাহ।'

হযরত উমর (রাঃ) কে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি ফরমান জারী করেন যে, তাঁকে সে অবস্থাতেই থাকতে দাও। সেখান থেকে মাটি ইত্যাদি যা কিছু সরানো হয়েছে তা পূর্বের মতো করে দাও। এরপর কোনোরূপ চিহ্ন না রেখে কবর সমান করে দাও।" -তাঁর এ ফরমান পালন করা হয়।

এভাবে বালক শহীদ হওয়ার ঈমানদ্বীপ্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে পুরো জাতির মাঝে নব জাগরণ এলো। এমন এক অকল্পনীয় দৃশ্য তাদের মাঝে ঈমানের নূর এনে দিলো। সকলে বাদশাহ নামক নকল রব এবং নকল ইলাহের অসারতা এই পৃথিবীতেই নিজেদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করলেন। ফলে সকলেই নিজেদের অতীত ভুল বুঝতে পারলেন। সমবেত কণ্ঠে সকলে তাওহীদের দৃপ্ত উচ্চারণ করলেন। একমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপর ঈমান আনার ঘোষণা দিলেন। সবাই সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি তুললেন, "আমরাও এই বালকের প্রতিপালকের উপরই ঈমান আনলাম।"

এ অবস্থা দেখে বাদশাহ এবং তার দুর্নীতিগ্রস্থ সভাষদবর্গ ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে পড়লো এবং বাদশাহকে বললো, "এ কি হলো? এই বালকের ব্যাপারটি কি হলো? আমরা তার নতুন ধর্মের বিস্তার রোধের জন্য তাকে হত্যা করলাম। যাতে করে তাওহীদের প্রসার না হয় সে জন্য তাকে শহীদ করে দিলাম। কিন্তু এতে তো আরো হিতে বিপরীত হলো। আমরা যা আশংকা করছিলাম তাই তো ঘটে গেলো। সবাই যে মুসলমান হয়ে গেলো! এখন কি করা যায়?"

এই ঘটনা পুরো জাতিকে তাওহীদের দিশা দিতে সক্ষম হলেও, দেশবাসীর সকলের ঈমানের উপলক্ষ হলেও দুর্নীতিবাজ বাদশাহ এবং তার সভাষদবর্গের তাকদীরে এটি তাদের আরো হতভাগ্য হওয়ার কলঙ্ক তিলকই এঁটে দিলো। তারা নিজেদের গোঁড়ামীতেই অটল রইলো। নিজেদের কায়েমী স্বার্থবাদের হানি ঘটার আশংকায় তারা আরো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। ক্ষেপে গেলো। নিজেদের মানবরচিত স্বার্বভৌমত্বের প্রতি দেশবাসীর এই অনাস্থাকে তারা কঠোর হস্তে দমনের মতো ভয়ংকর আত্মঘাতী পথে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। ফলে বাদশাহ তার অনুচরবর্গকে নির্দেশ দিলো, "সকল মহল্লায় ও রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় খন্দক খনন করো এবং ওগুলোতে জ্বালানিকাষ্ঠ ভর্তি করে দিয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দাও। যারা তাদের এই নতুন দ্বীন ত্যাগ করবে, এক তাওহীদের পথ থেকে ফিরে আসবে তাদেরকে বাদ দিয়ে সকল বিশ্বাসীদেরকে এই অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করো।"

বাদশাহর এ আদেশ যথাযথভাবে পালিত হলো। একের পর এক বিভিন্ন পরিখা খনন করে তাতে জ্বালানী ভর্তি করা হলো। এরপর সেখানে আগুন ধরানো হলো। এরপর সেই সম্প্রদায়ের নারী পুরুষ সবাইকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডের পাশে দাঁড় করিয়ে বললো, "তোমরা এখনি তোমাদের একনিষ্ঠ তাওহীদী ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করো। অন্যথায় তোমাদেরকে এই অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হবে। এটা তোমাদের প্রতি আমার শেষ নির্দেশ।" বাদশাহর একথা শুনে সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা বললো, "আমরা আগুনে জ্বলতে সম্মত আছি, কিন্তু একমাত্র মহান আল্লাহর উপর থেকে একনিষ্ঠ বিশ্বাস হতে সামান্যতম বিচ্যুত হতেও রাজি নই।"

এরপর মুসলমানদের উপর নেমে আসলো নির্যাতন। মুসলমানদের সবাই অসীম ধৈর্য্যের পরিচয় দিলেন এবং আল্লাহর নাম নিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলেন। আগুনের আঁচ লাগার পূর্বেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের রূহ কবজ করে নিলেন। একজন নারী কোলে শিশু নিয়ে একটি খন্দকের প্রতি ঝুঁকে দেখছিলেন এবং আগুনে ঝাঁপ দিতে ইতস্ততঃ করছিলেন। হঠাৎ ঐ অবলা শিশুর মুখে ভাষা ফুটে উঠলো। সে বললো, "মা! কি করছেন? আপনি সত্যের উপর রয়েছেন। সুতরাং ধৈর্য্যের সাথে নিশ্চিন্তে অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।" এরপর অল্প সময়ের মধ্যেই বাদশাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ড তাকে এবং তার সভাষদবর্গকেও গ্রাস করে নিলো। মানবরচিত যুলুমের শাসনেরও অবসান হলো। এক আল্লাহর প্রতি মুমিনদের অটল বিশ্বাসের এক অনুপম দৃষ্টান্ত হয়ে রইলো 'আসহাবুল উখদুদ' বা গর্তের অধিবাসীদের আত্মত্যাগের এই মহান ঘটনাটি। এই ঘটনাটি সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেছেন এটি হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর সময়ের কিছুকাল পরের ঘটনা। হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর পাঁচশত বছর পরে এটি সংগঠিত হয়েছিল। কিন্তু ইবনে ইসহাক (রহঃ) এর দীর্ঘ বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায় যে, এ ঘটনাটি হযরত ঈসা (আঃ)-এর পরে এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আগমনের পূর্বে সংগঠিত হয়েছিল। এই মতটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। তবে আল্লাহই সর্বজ্ঞ। সূরা বুরূজে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই ঘটনাটি সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ. إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ.

অর্থ: "ধ্বংস হয়েছে গর্তের অধিপতিরা। (যাতে ছিল) ইন্ধনপূর্ণ আগুন। যখন তারা তার কিনারায় উপবিষ্ট ছিল। আর তারা মুমিনদের সাথে যা করছিল তার প্রত্যক্ষদর্শী। আর তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব যার। আর আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী। নিশ্চয় যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে আযাব দেয়, তারপর তাওবা করে না, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। আর তাদের জন্য রয়েছে আগুনে দগ্ধ হওয়ার আযাব। নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ। এটাই বিরাট সফলতা।" (সূরা বুরূজ ৮৫, আয়াত ৪-১১)

(তথ্যসূত্র: তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১৮ খন্ড ১১৩ পৃষ্ঠা। মুসনাদে আহমাদ। সহীহ মুসলিমের শেষ দিকেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। সুনানে নাসাঈতেও কিছুটা সংক্ষেপে এ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে)

শহীদের রক্ত

আমার জীবনে
আমি অনেক ব্যস্ত
পেশা, উন্নতি, সুদূর নকশা
আমার উপরে ন্যস্ত
অর্থ ও সামাজিক মর্যাদা
পদমর্যাদা ও উপাধি
অর্জন করতে হবেই হবে
যতক্ষণ না আপন সমাধি

মুজাহিদেরা লড়াই করে
আল্লাহর অধিকার ফিরিয়ে আনতে
অবিচারকে প্রতিহত করতে
আর পৃথিবীকে সুন্দর আবাস বানাতে
নয় শুধু মুসলমানদের জন্য
বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য

প্রতিটা দিনই বিভিষীকাময়, যেন এক একটা সংগ্রাম
কোনমতে এগিয়ে যাই, কবে নিবো বিশ্রাম
আনন্দ আর অবকাশ, পেশা আর পরিবার
সবকিছুকে রাখছি ধরে, আমার উপর অনেক ভার
এ সবই আমি ও আমার প্রিয় মানুষদের জন্য
আর কোন সময় নেই অন্যকিছু বা কারোও জন্য

বোমা ও বুলেট কে কৌশলে পাশ কাটিয়ে
অনুগত ও সংযমী থাকার কঠোর চেষ্টা চলছে
দ্বীন ইসলামের প্রতিষ্ঠার সামনে
নিজ আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিরোধ করা হচ্ছে
আপন রবের কাছে নিজেকে সপে দিতে
আন্তরিক সৈনিকেরা যুদ্ধ করে চলছে

কাজের চাপ যে খুবই বেশী
ফলে আমি ফরজও বাদ দিয়েছি
এমনকি জুমুআর নামাযও ভুলে যাই
আপোস করি এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই
সপ্তাহের সকল সময়কে এখন পেশাতেই লাগাই
এমনকি যখনই আমি সাপ্তাহিক ছুটি পাই
কিছু কাজ আমি বাসাতেও নিয়ে যাই

আল্লাহর সৈনিকগণ
তারা নির্ভীক আপোসহীন
শত্রুকে আক্রমণ ও ছুটে চলার ফাঁকে
শত্রুর ধাওয়াকে প্রশমিত করার মাঝে
নামায পড়েন বিভিন্ন জায়গাতে
প্রয়োজনে বিভিন্ন অবস্থাতে!

একদিন কর্মক্ষেত্রে
মৃদু হৃদযন্ত্রণায় আমি লুটিয়ে পড়লাম
হুড়মুড় করে আমায় হাসপাতালে নিয়ে গেল
আর প্রিয়জনেরা আমার বিছানা ঘিরে দাঁড়ালো
এমনকি আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাও হাজির
সবাই খুশী কারণ আমার প্রাণবাতি নিভে যায়নি

মুজাহিদগণ আঘাতগ্রস্থ হন
যুদ্ধময়দান থেকে তাদের বয়ে আনেন
তাদের মুজাহিদ বন্ধুগণ
রয়ে যায় ময়দানে তাদের নির্ভেজাল রক্তরেখা
ঔষধ সেখানে দুর্লভ
তাই আল্লাহর কাছে দুয়াই একমাত্র অবলম্বন

আমি সুস্থ ও ভাল হয়েছি
কাজে ফিরে এসেছি
আবার সেই পুরনো রুটিন
আবারও ব্যস্ততা ও চাপ
আমি অসুস্থ বোধ করি
কিন্তু মৃদু অভিযোগই আমি করি
আমি চলতে থাকি
আর একদিন লুটিয়ে পড়ি
দুনিয়াতে আমার শেষ ক্ষণ
চলে এসেছে!
যদি তাকে ফিরিয়ে দেয়া যেত, ইশ!
তখন আমার বয়স সবে মাত্র সাইত্রিশ!

আহত মুজাহিদ সুস্থ হয়েছে
আর তীব্র বেগে সম্মুখ সমরে ছুটে চলেছে
প্রত্যেক পুরুষকেই প্রয়োজন
আল্লাহর আদেশ মানতে সকলেই সাবধান
এমনকি রক্তাক্ত ও আঘাতপ্রাপ্ত সৈনিকেরাও!
তারা মৃত্যুর কাঁধে আরোহণ করছে
দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে
কিন্তু কেই বা দেখে
আর কেই বা খবর রাখে

আমি কবরে শায়িত
শুয়ে শুয়ে ভাবি
আমার দ্বীনের জন্য
কিছু কি করেছি?
ফেরেশতারা আসলো
আর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলো
আমি কৌশলে সব প্রশ্ন
এড়িয়ে যেতে চাচ্ছি
কিন্তু পারবো কি
তাদের বোকা বানাতে?

মৃত্যু অথবা বিজয়!
এটাই হলো রণধ্বনি
বুলেট দেহ ভেদ করে ফেলেছে
কিন্তু মুজাহিদ যুদ্ধ করে চলেছে
ঘিরে ফেলা হয়েছে
আর আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে
অথচ সে তো অনেক আগেই সপে দিয়েছে
নিজেকে আপন রবের কাছে
সম্মান কি কখনোও খাঁচায় বন্দী করা যায়?
অথবা আল্লাহর মুজাহিদকে কি জয় করা যায়?

আক্ষরিকভাবে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করেছে
আর নৃশংসভাবে তাকে মৃত্যুর কোলে ছুড়ে ফেলা হয়েছে
দেহের বিভিন্ন অংশ বিদীর্ণ ও বিস্ফোরিত হচ্ছে
তা সমগ্র যুদ্ধ ময়দানকেই যেন জড়িয়ে ধরছে

আমি আজ হতাশ ও লজ্জিত
কারণ আমি ছিলাম সর্বদা অপচয়ে নিমজ্জিত
বিচার ও শাস্তি এখন সন্নিকটে
আমি কষ্টের জীবন পাড়ি দিয়েছি
অথচ পুরোটাই ছিল ইসলামের বহির্ভূত

শহীদের রক্ত ঝরে
নির্বিকার মুক্তভাবে
কি সুমিষ্ট তার ঘ্রাণ!
আর কি সুন্দর আহবান!
উন্মাতাল ও উদ্বুদ্ধ করে
তাদেরকে, যারা সে ঘ্রাণ অনুভব করে!

আমি আমার জীবন নকশা করেছিলাম
চল্লিশের পর নিজের পরিবর্তন করবো ভেবেছিলাম
কিন্তু মৃত্যুর ফেরেশতা এর পূর্বেই চলে এলো!
আহ! ধিক্কার! ধিক্কার আমায়
এখন আর এই সুযোগ পাবো কোথায়!

মৃত্যু এসে পড়েছে
তবে এটাই শেষ নয়
তাই আমরা প্রেরণ করি
আমাদের সংবর্ধনা
তাদের প্রতি যারা চলে গেছেন
আল্লাহর পথে
আর তাদের জন্য করুণা
যারা আগামীকাল বদলানোর চিন্তা নিয়ে
মৃত্যুবরণ করেছেন!

আল-আনসার ম্যাগাজিন

- সমাপ্ত -